Lakkho লক্ষ্য লক্ষ্য

ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা

২০২১-২২

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
৩৯ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

লক্ষ্য / Lakkho/ लक्ष्य

ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা

২০২১-২২

সম্পাদনা

অধ্যাপিকা কেকা দাস

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

৩৯ শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

দূরভাষ : ২২৪১ ৮৮৮৯

লক্ষ্য / Lakkho / लक्ष्य

Annual Students' Magazine, 2021-22

সম্পাদনা : **অধ্যাপিকা কেকা দাস**

প্রকাশ : মার্চ, ২০২২

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. মলি ঘোষ
ড. সম্পা বর্মণ
ড. আসিফ আলম
ড. রাজু তামাং
শ্রী গণেশ হেমব্রম
শ্রী অর্ণব কয়াল

তৃপ্তি যশ
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রী সংসদ

প্রকাশক
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন
৩৯, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মুদ্রক
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ২৩৫০ ০৮১৬/২৩৬০ ৪৮৭৯

বিদ্যাসাগর প্রশস্তিঃ

প্রজ্ঞনেনোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ বিদ্যায়াং সাগরোপমঃ।
কারুণ্যে চ যথা বুদ্ধঃ সর্বেষু মৈত্রভাবনা॥
যত্নো যস্য সদৈবাসীদ্ দীনদুঃখবিমোচনে।
সর্বেষামার্তিনাশায় মাতা স্নেহময়ী যথা॥
চারিত্র্যানি সদৈবাস্য মহাপুরুষবাদ ভুবি।
বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি॥
এবম্ সর্বগুণোপেত ঈশ্বরীয় বিভূতিমান্।
ভারতীয়জনানং হি পুন্যরূপং বিরাজতাম॥

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

VIDYASAGAR COLLEGE FOR WOMEN

(NAAC ACCREDITED)

39 SANKAR GHOSH LANE &
8A, SHIBNARAYAN DAS LANE
KOLKATA-700 006
Phone : 2241 8889
E-mail : office.vcfw@gmail.com
office@vcfw.org

No..... *Date .....*

শুভেচ্ছা বার্তা

আমাদের কলেজের ছাত্রীদের পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে, এ আমার কাছে খুবই আনন্দের খবর। আমি চাই তারা সৃজনশীল লেখা আরও লিখুক, ছবি আঁকুক। তা দিয়ে ভরিয়ে দিক তাদেরই পত্রিকা। সিলেবাসের লেখাপড়ার সাথে সাথে তৈরি হোক সৃজনশীল জগৎ। যে জগতকে বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন যত্ন করে আগলে রাখবে।

আমার প্রিয় ছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে—

Rchandhuri

অধ্যক্ষা

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

Students' Magazine : I. Q. A. C. সমন্বয়কারীর কলমে

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন-এর ছাত্রীদের পত্রিকা 'লক্ষ্য' বহু প্রতীক্ষার অবসানে এক নতুন রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। আজ 'লক্ষ্য' ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের ব্যাপ্তি আদান-প্রদানে, নব সৃষ্টিতে। আমাদের ছাত্রীদের আগ্রহ, উৎসাহ, সৃষ্টিসুখের আনন্দ প্রকৃতপক্ষেই তুলনাহীন। অতি স্বল্প সময়ে তারা যে অসামান্য সৃষ্টি সুধার তাদের লেখনীতে, তাদের অঙ্কনে বারিবর্ষণ করেছে, তাতে আমরা সত্যিই অভিভূত। ছাত্রীদের এই পত্রিকায় ছোট গল্প, কবিতা, আঁকা ছাড়াও এই বছরে ছাত্রী সংসদ দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক রয়েছে। আশা রাখি বর্তমান সংখ্যার ন্যায় ভবিষ্যৎ সংখ্যাগুলিতেও আমরা ছাত্রীদের এইভাবেই সঙ্গে পাব। সর্বশেষ আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রীদের যাদের নিরলস পরিশ্রমের ফল এই পত্রিকা। লক্ষ্যে অবিচল থাকার লক্ষ্য থেকে যেন আমরা কখনও বিচ্যুত না হই।

ডঃ তপন রায়

সম্পাদিকার কলমে

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নিবারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভয় শূন্য, উচ্চ শিরে আমাদের ছাত্রীরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে তুলনাহীন কিছু শিল্পকর্মের সৃষ্টি করেছে। গতানুগতিক জীবন ও তার গণ্ডির যাঁতাকলে আজ ছাত্র-ছাত্রীদের মন ভ্রান্ত, ক্লান্ত; আজ তাদের মন দু-দণ্ড মানসিক শান্তির আশায় হন্যে হয়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়, এইরকম পরিশ্রান্ত মনকে আশার আলো দেখায় আমাদের সবার 'লক্ষ্য'। লক্ষ্য, যা 'বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন' এর ছাত্রীদের বার্ষিক পত্রিকা, আজ স্বমহিমায় তার দীর্ঘদিনের যাত্রার পরিসর বয়ে নিয়ে চলেছে। ছাত্রীরা কখনও তাদের শৈল্পিক মননের সৃষ্টি, কখনও কোন অভিজ্ঞতা বা কখনও কোন বাস্তব ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেছে তাদের জানার পরিসর শুধুমাত্র সিলেবাস কেন্দ্রীক নয়,তারা আরও অনেক কিছু জানতে চায়, জানাতে চায়, জ্ঞানে আদান-প্রদানে তাদের জ্ঞান-পিপাসু সত্ত্বা স্বগৌরবে গৌরবোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অদেখা কে দেখার, অজানাকে জানার ও জানানোর এই উদ্যোগকে বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন সর্বদা কুর্নিশ জানায় ও আশা রাখে যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংখ্যায় সৃজনশীল মনের জয়যাত্রা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। বর্তমান সংখ্যায় যে সকল ছাত্রীরা তাদের সৃষ্টি তুলে ধরেছে, তাদের অসংখ্য অভিনন্দন। আশা রাখি যে আগামী সংখ্যায় আমরা আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রীর থেকে সৃষ্টি সুধা লাভ করব। এক্ষেত্রে অবশ্য বলা বাঞ্ছনীয় যে ছাত্রীদের এই বার্ষিক পত্রিকা তার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রা বজায় রাখতে পেরেছে কিছু সংখ্যক মানুষের বদান্যতায় ও প্রেরণায়। ছাত্রী সংসদের বিশেষ পত্রিকা 'লক্ষ্য'-র সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিক্ষিকার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মহাশয়কে, মাননীয়া অধ্যাক্ষ মহাশয়াকে, মাননীয় I.Q.A.C সমন্বয়কারী মহাশয়কে, মাননীয়া ছাত্রীসংসদের সভাপতি মহাশয়াকে এবং যে সকল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যাদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা আমাদের পাথেয়।

ধন্যবাদ—

অধ্যাপিকা কেকা দাস

সূচিপত্র

সম্পাদিকার কলমে		06
যদি তুমি মনে করো	প্রিয়াঙ্কা ঘোড়ুই	09
নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ	শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়	10
খুশির স্বপ্না	রিয়া হালদার	12
বদ্ধ কপাট	রেশমা দে	13
সাঙ্গিতিক পরিভাষা	সুস্মিতা দাস	14
বোরখা	রীমা নাথ	16
ধরাধামে এ কী কাণ্ড!!	পিয়ালী সাহা	24
কুৎসিত	সঞ্জীদা খান	28
এপার v/s ওপারের বসন্ত	পূজা মণ্ডল	29
मेरा बचपन	जुली कुमारी साव	31
'सबके हिस्से में नहीं आता'	जुली कुमारी साव	31
मेरी कोशिश	जुली कुमारी साव	32
An Essay on Demonetization	Aparupa Chowdhury	33
ISSHH !!!	Kaushiki Mukherjee	36
Twin Sisters	Devtushi Sarkar	37
HE enjoys EARTH, though SHE the SOIL	Megha Chatterjee	38

VIDYASAGAR COLLEGE FOR WOMEN
ANNUAL SOCIAL 2022
ইচ্ছে ডানা 6
Satish Gajmer
LIVE
ORG. BY: STUDE
M . C . P. UNIT

যদি তুমি মনে করো

• • •

প্রিয়াঙ্কা ঘোড়ুই

শ্রেণি : প্রথম বর্ষ বিভাগ : দর্শন (সাম্মানিক),
ক্রমিক সংখ্যা : ২৯০

পরাজয়কে মেনে নিলেই তুমি পরাজিত—
মনে যদি তোমার সাহস না থাকে,
তবে জেতার আশা কোরো না,
মনে যদি দ্বিধা থাকে যে তুমি পারবে কী না??
তাহলে মনে রেখো তুমি হেরেই গেছো।
কারণ; সমস্যা থাকে মনের ইচ্ছার মুক্তিতে
বাইরে থেকে নয়।
যদি তুমি ভাবো অন্যদের তুলনায়
তোমার কাজের মান নীচু,
তাহলে তুমি নীচুই থাকবে।
যদি তুমি উপরে উঠতে চাও—
তাহলে নিজ মনে সংশয় রেখোনা
কারণ সংশয় থাকলে প্রত্যাশা পূরণ হয় না।
জীবনের যুদ্ধে সবসময়
বলবান ও দ্রুতগামীর জিত হয়,
আর যে আত্মবিশ্বাসে অটুট
সে আজ বা কাল হোক জিতবেই।

Shreya Sadhukhan, First Semester

Disha Ghosh, First Semester

নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ

• • •

শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়
বিভাগ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সাম্মানিক)
ক্রমিক সংখ্যা : ৩৯১

''প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।''

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীতের মতো নৃত্যের ও প্রাচীনত্বের হদিস করতে না পেরে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা, পুরাণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে বলেছেন যে, তৌর্যচিত্রকের আদিগুরু মহাদেবই হলেন নৃত্যের সৃষ্টিকর্তা। মহাদেবের ডমরু ধ্বনি থেকে উদ্ভুত হল ছন্দের অনুরণন এবং এর সঙ্গে দেহছন্দের সংযুক্তিতে রূপায়িত হল নৃত্য। ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রাক্ বৈদিক যুগ (২) বৈদিক যুগ (৩) বৈদিকোত্তর যুগ (৪) মধ্যযুগ : মুসলিম যুগ (৫) আধুনিক কাল। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নৃত্যের ক্রমাগত বিবর্তনের ধারাকে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বিস্তারিতভাবে জানা যায়।

বিদেশি আক্রমণ, কালের স্রোত প্রভৃতি কারণে আমাদের সনাতনী, ঐতিহ্যময় নৃত্য অতল গহ্বরে পৌঁছেছিল। নৃত্যের যখন অবহেলিত ও অসম্মানজনক অবস্থা তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একে পরিমার্জিত করে সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। নাট্যশাস্ত্রকারদের কড়া বিধিনিষেধ অভ্যাসের কঠোরতা ও শুদ্ধতার শৃঙ্খলে আবদ্ধতা—এই সমস্ত বিধিনিষধের বেড়া ভেঙে অন্তরের ভাবধারায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন নৃত্যের ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যধারা ভারতীয় কিংবা বিদেশী কোনও নৃত্যধারার হুবহু অনুকরণ নয়; সংগীতের মতোই নৃত্যও তার প্রতিভার স্পর্শে পেয়েছিল এক নতুন গতি, — গড়ে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র নৃত্যধারা যা একান্তভাবেই মৌলিক তথা রবীন্দ্রিক। সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন সত্য মঙ্গল ও সুন্দরকে। নৃত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর উক্তি হল : আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার আর তাকে চালনা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ, এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ, দেহের ভারটাকে দেহের ভঙ্গী নানাভঙ্গীতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য''।

মহর্ষির সাধনভূমি এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষায়তনের সূচনা করলেন, তাই ক্রমে বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত হল। যেহেতু কবিগুরু নিজেই ছিলেন একজন নৃত্যপ্রেমী তাই সংগীতের সঙ্গে তিনি নৃত্যকেও আনন্দ উপভোগের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ''আমি বিচিত্রের দূরত্ব। নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আবির বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমি তারই দূত। লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ সার্থকতা।''

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে। এর পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন নৃত্য পরিবেশিত হত এককভাবে বা দ্বৈতভাবে। ১৯২৪ সালে অভিনীত হল অরূপরতন। এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে নাচের চর্চার সূত্রপাত হয়। এই সালেই শান্তিনিকেতনে প্রথম প্রবর্তিত হয় গুজরাতের গরবা নাচ। তাছাড়া বাউল নৃত্যের প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ একক প্রচেষ্টাতেই করেছিলেন। ফাল্গুনীতে একাধিক

গানে তিনি বাউল নৃত্যের সূচনা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ক্যাণ্ডি নৃত্যচর্চারও প্রসার ঘটেছিল। আবার চিত্রাঙ্গদার নৃত্য রচনায় বাংলা ও মালাবার সহ অন্যান্য প্রদেশের লোকনৃত্যের মিশ্রণ ঘটেছিল। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ভরতনাট্টম কথাকলি, মণিপুরী ও কত্থক নৃত্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে মণিপুরী নৃত্যের ছন্দের সাবলীল ও স্বচ্ছ বিন্যাস এবং ললিত সৌন্দর্যের জন্য রবীন্দ্র নৃত্যধারায় এটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নবকুমার সহ একাধিক মণিপুরী নৃত্যগুরু শান্তিনিকেতনে গিয়ে মণিপুরী নৃত্যের তালিম দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের এই নৃত্যে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করেছিলেন। উপরিউক্ত চারটি নৃত্য ধারারই সমন্বয় দেখা যায় সর্বপ্রথম 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে। শ্যামা চরিত্রটি মণিপুরী ভঙ্গিতে, প্রহরী চরিত্রটি কথাকলিতে, উত্তীয় কত্থক নৃত্যধারায় এবং ব্রজসেন চরিত্রটি কথাকলি ও ভারতনাট্যমে রূপায়িত হয়েছিল। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, কোন নৃত্যধারাই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করেননি এবং সেইখানে তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজের মৌলিকত্ব।

অনেকের মতে, তিনি একদা সদলে জাভা ও বালিদ্বীপে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি তিন মাস ছিলেন। কবিগুরু সেইসময় এই স্থানের নৃত্যকলার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে ওই সব দেশের নৃত্যকলা সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রসংগীতের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু শান্তিনিকেতনের নৃত্য ছিল সম্পূর্ণ সংগীত নির্ভর।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত গিয়েছিলেন সেই সময় তিনি ওখানকার Ballet নৃত্য সম্বন্ধে সাগ্রহী হয়েছিলেন। ব্যালে নৃত্যের সফলতার জন্য যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, সমগ্র নাট্যবস্তু নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। ব্যালেতে কোন গান বা কথোপকথন থাকে না। দৃশ্যগুলি যথাযথভাবে বিন্যাস করবার ভার থাকে Choregrapher-এর উপর। ব্যালের এই বৈশিষ্ট্যই কবিগুরুর ভালো লেগেছিল। প্রণয়কুমার কুণ্ডু-এর মতে ''তিনি ব্যালের এই রচনা পদ্ধতির দিকটিই শুধু গ্রহণ করেছিলেন, কেননা, অন্যদিকে ছিল মৌলিক পার্থক্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যালের যৌথ প্রয়াসের বদলে রবীন্দ্রনাথের একক শিল্পচেতনাই বিভিন্ন গুণীর সহযোগিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে।'' ব্যালে ছাড়াও ইউরোপের হাঙ্গেরী দেশের লোকনৃত্য শান্তিনিকেতনের নৃত্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং কবিগুরু তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগও করেছিলেন। সুতরাং কাব্যিক প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যের উৎস। তিনি মুক্তির সঞ্চরণ ছাড়াও চেয়েছিলেন যে নৃত্যকলা যেন সমাজ জীবনকে উন্নত ও শান্তিময় করে তোলে। তাই তিনি নৃত্যকে শাস্ত্রের জটিলতা থেকে মুক্তি দিয়ে কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপযোগী করেই নৃত্য রচনা করলেন। নৃত্যের বহুল প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিকে যেমন নৃত্যের স্থূল আঙ্গিক সর্বস্বতা পরিহার করেছেন, অপরদিকে তেমনই তিনি নৃত্যে এনেছিলেন সরল, স্বচ্ছতা এবং বাস্তববাহুল্যবিরলতা। তাছাড়া তাঁর নৃত্যের মধ্যে ঘটেছে কাব্য নাটকের সুষম সম্মেলন তাই তিনি গেয়ে উঠলেন—

''নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙ্গাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।।''

Anita Dhobi. First Semester

খুশির স্বপ্না

• • •

রিয়া হালদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সাম্মানিক)
ক্রমিক সংখ্যা : ৩৯৩

একদিন এক গভীর রাতে জন্মালো একটা সুন্দর মিষ্টি ফুটফুটে মেয়ে, তার মায়ের কোল আলো করে। তার মা তাকে দেখে এত খুশি যে সে যেন তার হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। সেই ছোট্ট মেয়েটি পায়ে মল পরে সারা বাড়িময় হামা দিতে থাকল আর সারা বাড়ি যেন নুপুরের কলকাকুলিতে ভরে উঠল। সেই থেকে তাঁর মা বাবা ঠিক করল মেয়েকে নাচ শেখাবে।

সেই ছোট বাচ্চা মেয়েটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল, তাকে নাচের স্কুলে ভর্তিও করা হল আর সেও আনন্দের সহিত নাচ শিখতে লাগল, দিন যত এগোতে লাগল মেয়েও ততো বড় হতে লাগল, এখন মেয়ে বড় হয়ে গেছে, বাইরে বাইরে যায় নাচের বিভিন্ন শো করতে। কিছু কিছু জায়গায় এখন মা যায় আবার কিছু জায়গায় যায়না। এইভাবে নাচ ও পড়া শোনার মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল সেই ছোট্ট খুকির জীবন।

এরপর একদিন সেই ছোট্ট খুকির বিয়ের জন্য সম্বন্ধ এল খুকিও বেশ খুশি। তার মা বাবা ও চায় যে সে যেন বিয়ের পরও নাচ করতে পারে, আর সেতো চাই-ই। অনেক পাত্র-ই এলো কিন্তু খুকির পছন্দ হল না তাদের কাউকেই।

এরপর একদিন খুকির মনের মতো পাত্রের সাথেই তার বিয়ে ঠিক করা হল। আর সে খুকিকে বলেছিল যে সে বিয়ের পরও নাচের শো করতে পারে তাতে কারুর কোন অসুবিধা নেই। এরপর ছয় মাস কেটে গেল, এই মাস গুলোর মধ্যে অনেক মার্কেটিং হল বিয়ের জন্য, এছাড়াও অনেক ঘোরা ঘুরি হল তার সাথে, সময়গুলো খুকির কাছে এমনভাবে খুশিতে কাটছিল যেন সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের পছন্দের মানুষের সাথে বিয়ে হল, এরপর বেশ আনন্দেই কাটছিল খুকির জীবন। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সে অনেকগুলো বড় বড় নাচের প্রোগ্রাম করেছিল, আর তখন খুকিকে উৎসাহ দিয়ে প্রোগ্রামে নিয়ে যেত খুকির বর। এইভাবেই গোটা একবছর কেটে গেলে।

এরপর খুকির জীবনে একটা নতুন সময়ের সূচনা হল কারণ ইতিমধ্যেই সে একটি ছোট সুন্দর মেয়ের মা হয়ে উঠেছে আর তার বরেরও ঘরে ও বাইরে দুই জায়গাতে কাজের চাপ পড়তে থাকে এবং খুকির শাশুড়িও এখন আর নাচ করাটাকে ঠিক পছন্দ করেন না।

এমন পরিস্থিতির চাপে পড়ে খুকিকে শেষ পর্যন্ত নাচ বন্ধ করতে হল। খুকি প্রথমে মনের দিক থেকে অনেকটা ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তারপর সে ভাবতে লাগল যে ''আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমায় আমার মা নাচে উৎসাহ দিয়েছিলেন বলেই আমি এখন এই জায়গায় আসতে পেরেছি, হয়তো আমি আমার স্বপ্নটাকে সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। কিন্তু আমার এই স্বপ্নটা আমি আমার মেয়েকে দিয়ে পূরণ করবই, এটা আমি নিজেকে নিজেই কথা দিলাম।

ইতিমধ্যে খুকির মেয়েও বড় হয়ে উঠতে লাগল, আর খুকিও তার মেয়েকে নাচ শেখাতে শুরু করল পুরোদমে এতে তার বরও তাকে খুব সাহায্য করত। এই ভাবেই খুকির জীবন চলতে থাকে আর খুকির মেয়েও খুব সুন্দর ভাবে নাচ করতে থাকে আর শিখতে থাকে।

এইভাবেই আস্তে আস্তে খুকির মেয়ে একজন বড় নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠতে থাকে, আর তার বাবা অর্থাৎ খুকির বরও বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং দেখেন তার মেয়ে এখন একজন বড় নৃত্যশিল্পী হয়ে গেছে আর সে অনেক বড়ও হয়ে গেছে।

এর পর দিন খুকির বাড়িতে চিঠি এল খুকির মেয়ে নাকি National Dance Competition এ সিলেক্ট হয়েছে। এই শুনে খুকির মন আনন্দে ভরে গেল এবং এর তিনমাস পর খুকির বর তাদের মেয়েকে নিয়ে গেল, খুকির মেয়ে সবাইকে হারিয়ে দিল্লীর Dance competition-এ প্রথম হয়ে 1st Prize জয় করল। এই সময় খুকি আত্মহারা হয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলল। আর তার মেয়ে খুকিকেই তার পুরস্কারটা উৎসর্গ করল।

শেষ পর্যন্ত খুকি তার জীবনের স্বপ্নটা পূরণ করলই। কেউ যদি চায় তার স্বপ্নকে পূরণ করবে তাহলে সে যেভাবেই হোক পূরণ করবেই। নিজের দ্বারা না হলেও অন্য কারও দ্বারা।

বদ্ধ কপাট

• • •

রেশমা দে

শ্রেণি : তৃতীয় বর্ষ বিভাগ : স্নাতক (সাধারণ)

ক্রমিক সংখ্যা : ৫৩৫

বদ্ধ মনের জানলা বেয়ে
উড়ছে মনের পাখি।
ঘরে ফেরার বড্ড তাড়া
রাখছে নাকো ফাঁকি।
কপাটগুলি ভয়েতে ডরে
পাখনা মেলে ঝাপট মারে,
মুক্ত আকাশ মুক্ত বাতাস
টানে বাহির পানে।
তবু মনের পাখি তোরা
থাক্ মনেতেই বন্দি,
হঠাৎ যেদিন টুটবে বাঁধন
থাকবে না কো সন্ধি।।

Disha Ghosh Second Semester

Supriti Deb Second Semester

সাঙ্গিতিক পরিভাষা

• • •

সুস্মিতা দাস
শ্রেণি : প্রথম বর্ষ বিভাগ : দর্শন (সাম্মানিক)
ক্রমিক সংখ্যা :

সঙ্গীত হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, আপাত দৃষ্টিতে মনে করা হয় 'সঙ্গীত' শব্দটির অর্থ গান, কিন্তু এমন তথ্য বা ধারণা ঠিক নয়, সঙ্গীত হল এমন একটি সুন্দর কলা যার মাধ্যমে একজন গায়ক বা গায়িকা তার হৃদয়ের ভাবনাকে সুর তাল ও স্বরের মাধ্যমে অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারে। গান, বাজনা ও নাচ এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশকেই সঙ্গীত বলে। এদের মধ্যে গানই প্রধান তাই অনেক সময় আমরা কেবলমাত্র গানকেই সঙ্গীত বলে থাকি, গান হল সঙ্গীতের একটি অংশ মাত্র। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে বলেছেন—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং
ক্রয়ং সঙ্গীতসুচ্যতে"

অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য, এই তিনটির একত্রে সমাবেশকেই তিনি সঙ্গীত বলেছেন। সঙ্গীতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— গান বা কণ্ঠসঙ্গীত, বাজনা বা বাদ্যসঙ্গীত এবং নাচ বা নৃত্যসঙ্গীত।

একথা বলাবাহুল্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। যেমন বৈদিক যুগে বৈদিক সঙ্গীত বা বেদগানের প্রচলন ছিল। আর্যসমাজের আর্যগণ যজ্ঞের সময়ে, যে শাস্ত্র পাঠ করতেন সেটাও সুরে, ছন্দে সঙ্গীতের রূপ ধারণ করত। ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণে ক্রমবিকাশ লাভ করেই সমগানের সৃষ্টি। সমগানে আবার বাদ্য যন্ত্র ও নৃত্যের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই সমগান পরিবেশিত হত। এরপর প্রায় আড়াই হাজার বছর পথ অতিক্রান্ত হবার পর শুরু হয়েছিল 'গান্ধর্ব' গান। গান্ধর্ব গান সৃষ্টি হত সংস্কৃত গ্রন্থে নাটকের গান ও বাদ্য অবলম্বন করে। বহু বছর ধরে নানাভাবে এই গান্ধর্ব গান বিকশিত হয়। রামায়ণ মহভারত গ্রন্থে ও সঙ্গীতের প্রচলন আমরা লক্ষ্য করি। দ্বিতীয় শতকে গান্ধর্ব গান বিকশিত হয়। রামায়ণ মহাভারত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে পাই।

মধ্যযুগের গোড়া থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের দুটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি। একটি হল উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি এবং অপর হল দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি বা কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতি। সমগ্র উত্তর ভারত অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাকে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত তাকে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতি বলে। দুটি পদ্ধতির স্বরতাল, রাগ ও গায়কী বিভিন্ন রকমের।

ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে প্রধান হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা রাগ সঙ্গীত, রাগ সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করার আগে রাগ শব্দটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রাঞ্জ ধাতু থেকে রাগের উৎপত্তি ঘটে সহজ ব্যাখ্যা হল স্বর, শব্দ, তাল, লয় এবং সুরের সুন্দর রচনা যা মানুষের মনকে প্রসন্ন করে, আনন্দ দেয়, চিত্তকে উজ্জীবিত করে তাকেই রাগ বলে। রাগের উৎপত্তি ঘটে সঙ্গীতের ভাষায় ঠাট থেকে। ঠাট এর অপর নাম হল মেলা। আগেই উল্লেখ করেছি বহু ধাতু থেকে রাগের উৎপত্তি। রাগের নির্দিষ্ট রূপ আছে, বিভিন্ন লক্ষণ আছে এবং কিছু নিয়ম আছে। এবারে সঙ্গীতের আলোচনার মধ্যে মূল ককেয়টি বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যেমন আমরা জানি—

ধ্বনি : দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘাতের ফলে আহত বস্তুটির মধ্যে আন্দোলন বা কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাকে ধ্বনি বলে। ধ্বনি দু-প্রকার— মধুর ধ্বনি ও কর্কশধ্বনি।

নাদ : সঙ্গীত উপযোগী মধুর ধ্বনিকে নাদ বলে। নাদ দু-প্রকার— আহত নাদ ও অনাহত নাদ। আঘাতের দ্বারা যে নাদ সৃষ্টি হয়, তাকে আহত নাদ বলে। তানপুরা, সেতার, তবলা প্রভৃতি। আহত নাদ পাঁচ প্রকার — নখজ, বায়ুজ, চর্মজ, লৌহজ ও শরীরজ অনাহত নাদ আঘাতের দ্বারা সৃষ্টি হয় না, ইহা উপলব্ধির বিষয়। যোগী, মুনি, ঋষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন মাত্র।

শ্রুতি : শ্রুয়তে ইতি শ্রুতি। অর্থাৎ যা শোনা যায়। তাই শ্রুতি। তবে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পরস্পর পার্থক্যসহ শোনা যায়, ক্রমশ নাদকে শ্রুতি বলে। বাইশটি শ্রুতি আছে। এই বাইশটি শ্রুতি হল যথা— (১) তীব্র, (২) কুমুদ্বতী, (৩) মন্দা, (৪) ছন্দাবতী, (৫) দয়াবতী, (৬) রঞ্জনী, (৭) রক্তিকা, (৮) রৈদ্রী, (৯) ক্রোধী, (১০) বজ্রিকা, (১১) প্রসারিনী, (১২) প্রীতি, (১৩) মার্জনী, (১৪) ক্ষিতি, (১৫) রক্তা, (১৬) সন্দিপানী, (১৭) অনাপিনী, (১৮) মদন্তী, (১৯) রোহিনী, (২০) রম্যা, (২১) উগ্রা, (২২) শোভিনী।

স্বর : গান শিখতে গেলে আমরা যে স, র, গ, ম, ইত্যাদি শিখি এদের প্রত্যেকটি হল এক একটি স্বর অথবা বলা যায়, পরিপুষ্ট শ্রুতি হলে স্বর। স্বর দু'প্রকার। যথা— প্রাকৃত বা শুদ্ধ স্বর ও বিকৃত স্বর।

প্রাকৃত বা শুদ্ধ স্বর : স্বরের আসল রূপকে বলে প্রাকৃত স্বর। প্রাকৃত স্বর ৭টি যথা— ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিপাদ।

বিকৃত স্বর : স্বরের ভগ্ন রূপকে বলে বিকৃত স্বর। বিকৃত স্বর দু'প্রকার যথা— কোমল ও তীব্র স্বর।

আরোহ ও অবরোহ : স্বরের ঊর্ধ্ব গতি অর্থাৎ নীচু স্বর থেকে ক্রমশ উঁচু স্বরে ওঠাকে আরোহ যেমন— স র গ ম প ধ ন র্স। ঠিক তেমন সুরের নিম্নগতি অর্থাৎ উঁচু স্বর থেকে ক্রমশ ক্রমশ নীচু স্বরে নামাকে অবরোহ বলে। যেমন র্স ন ধ প ম গ র স।

অলংকার : অলংকার শব্দের ব্যুৎপত্তি হল অলম্ + ধাতু যোগে অপ্রত্যয় শব্দ করে নিষ্পন্ন। অলংকারের অর্থ হল শোভাবৃদ্ধি করা।

ঠাট : ঠাট মানে কাঠামো। সপ্তকের অন্তর্গত শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়ে মোট ১২টি স্বরের মধ্যে ৭টি স্বরের ক্রমিক রচনাকে ঠাট বলে।

রাগ : স্বর ও বর্ণের মনোরঞ্জন রচনাকে রাগ বলে। রাগের কতগুলি DMO বৈশিষ্ট্য আছে—

(১) কোন না কোন ঠাট থেকে রাগ উৎপন্ন হয়।

(২) ৫, ৬ বা ৭টি স্বরের রচিত হয় রাগ।

(৩) রাগে আরোহন, অবরোহন দুই-ই থাকে।

তাল : সঙ্গীতে সময়ের পরিমাপকে তাল বলে। তাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। যথা— ত্রিতাল ১৬ মাত্রা। একতাল ১২৩ মাত্রা, ঝাঁপতাল ১০ মাত্রা। তাল ২ প্রকার যথা যে তালের মাত্রা সংখ্যা সমান তাকে সমপদী তাল বলে এবং যে তালের প্রতি বিভাগের মাত্রা সংখ্যা সমান নয়, তাকে বিষমপদী তাল বলে। সমপদী তাল হল দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল ইত্যাদি। বিষমপদী তাল হল তেওড়া, নবতা, একাদশী ইত্যাদি।

লয় : সঙ্গীত তথা তালের গতিকে লয় বলে। সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুযায়ী, আমরা অত্যন্ত ধীর, স্বাভাবিক অথবা খুব তাড়াতাড়ি সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারি। এই লয়কে আবার, তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (ক) বিলম্বিত লয়, (খ) মধ্য লয়, (গ) দ্রুত লয়।

পরিশেষে, সকল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, সঙ্গীত শিক্ষার মূল চাবিকাঠি হল নিয়মিত স্বর সাধনা করা। স্বর সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলে যেকোন ধরণের সঙ্গীত পরিবেশন করা সম্ভব হবে। সঙ্গীত সকলেরই পছন্দের বিষয়। তবে, সঙ্গীত শুধু শিখলেই হয় না, তা সঠিকভাবে নিয়মিত চর্চা করতে হয় এবং নিয়মিত চর্চা করলে গলার স্বর সুরেলা ও সুমধর হয়। সঙ্গীত শেখার জন্য বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, গলার স্বর ও সুর সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই সঙ্গীত শেখা সম্ভব।

বোরখা

• • •

রীমা নাথ

সেদিন কলেজে অনার্স ক্লাসটা করতে খুব বিরক্ত লাগছিল, তাই হঠাৎই আবেশ এর চোখ জানলার বাইরে চলে গেল, এদিকে অঙ্কের মিলন মাষ্টারমশাই মন দিয়ে পিছন ঘুরে ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্ক করছেন। আবেশের আজ সকাল থেকেই মন খারাপ যদিও ও নিজেই তার কারণ জানে না। বাইরের আকাশে আবার কালো মেঘের উৎপাত শুরু হচ্ছে কদিন ধরে, আর এইরকম Weather-এ সবার মনই একটু উদাস থাকে। জানলার বাইরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আবেশের চোখ নিজের অজান্তেই একটি মেয়ের দিকে স্থির হয়ে গেছে, যার শরীরে জড়ানো একটা কালো বোরখা, এর মুখমণ্ডলের মধ্যে শুধুমাত্র দুটো টানা টানা মায়াবী চোখ দেখা যাচ্ছে। আবেশের মনে কতগুলো প্রশ্ন জাগছে যা খুব বোকাবোকা, ও ওর সামনের বেঞ্চে বসা নীলার দিকে একবার তাকাল, নীলা মন দিয়ে বলে ওর নামের সাথে ওর প্রকৃতির অনেকটা মিল আছে। এতক্ষণ আবেশের মনে যে সব প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছিল তার জবাব দেওয়ার জন্যে কেউ নেই জানে তাই মুখ ফুটে বলতে পারালো না। ওর মনের প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে বস্তা চাপা রইলো।

মাষ্টারমশাই সেই কখন থেকে বোর্ডে অঙ্ক করেই চলেছেন। এইদিকে আবেশ একবার করে ঘড়ি দেখছে তো একবার ওই জানলার বাইরে পাশের বিল্ডিং-এর বারান্দায় দাঁড়ানো বোরখা পরা মেয়েটাকে দেখে চলেছে, আর ভাবছে কখন বেল পরবে, পাছে মেয়েটা যদি চলে যায়, তাহলে তো ওর অদ্ভুত প্রশ্নগুলো আর উত্তর খুঁজে পাবে না। যাক, ১০ মিনিট পর আবেশের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। যেই না টিফিনের বেল পড়া অমনি আবেশ কাউকে তোয়াক্কা না করে এক ছুটে বেরিয়ে এলো ক্লাস থেকে, আর দ্রুত পাশের বিল্ডিং-এর বারান্দায় উঠে আসলো। মেয়েটা তখনও ওখানে হাতে মাইনের বই নিয়ে দাঁড়িয়ে, সম্ভবত ও অফিস ঘরে এসেছে, আবেশকে অমন দৌড়ে আসতে দেখে মেয়েটা একটু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু খুব শিগগিরই নিজেকে সামলে নিল। আবেশ কোথা থেকে শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। তাই ওর এই টিফিনের সময় অফিস ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে ফেললো। আবেশ excuse me, তুমি একঘণ্টা ধরে অফিস রুমের সামনে দাঁড়িয়ে কি করছো...ইয়ে মানে এখন তো টিফিন টাইম...মেয়ে — নাহ আসলে আমার ফিলোসফি অনার্স, আর পাসের সাবজেক্ট আমি হিস্ট্রি নিতে চাইছিলাম অনেক দিন ধরে কিন্তু বাড়ির চাপে আমাকে জার্নালিজম নিতে হয়েছিল, কিন্তু এখন আব্বুকে আম্মু বোঝানোর পর আব্বু রাজি হয়েছেন, তাই এসেছি...

আবেশ শুধু মাথা নাড়ল, এতো মেঘ না চাইতে জল, একজন অপরিচিতা মেয়ে এত সহজ ভাবে ওর কথার উত্তর দেবে ও ভাবেনি, আসলে এতদিন ও জেনে এসেছিল মুসলিম সমাজের মেয়েরা পর্দার আড়ালে থাকে বলে খুব সহজে সবার সাথে কথা বলে না, কিন্তু এতো বিপরীত। আবেশের মধ্যে একটা অজানা ভালোলাগা কাজ করছিল। তারপর মেয়েটার চোখ দুটো যেমন মায়াবী ওর গলার স্বরটাও তেমনই কোমল। সেদিন আর আবেশের কিছু জিজ্ঞাসা করা হলো না কারণ পিছন থেকে হঠাৎ করেই নীলা আর সুবীর ডাক দিল, ওদের সাথে বাড়ি যাওয়ার জন্যে। সেদিনের মত ওদের ছুটি। নীলা, সুবীর, আবেশ এক বাসেই যায়, তাই সেদিন ও তাই করলো। বাসে ওদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ নীলা জিজ্ঞাসা করলো।

— হ্যাঁরে আবেশ মেয়েটা কে রে? তোর ছোটবেলার বন্ধু টন্ধু? নাকি ইস্কুলের কোনো পুরনো গার্লফ্রেন্ড??

আবেশ সাথে সাথে উত্তর দিল।

— ধুরর নারে ওসব কিছু না, আসলে মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে তাই আরকি...

নীলা কিছু বললো না এই নিয়ে।

কিন্তু আবেশ নিজের মাথায় একটা গাট্টা মারল আর নিজের মনে বলে উঠলো ধুস নামটাই তো জিজ্ঞাসা করা হলো না।

সকালের রোদ ঝলমলে আকাশ দেখে আবেশের মনটা কেমন যেন নেচে উঠলো, কিন্তু নিমেষের মধ্যেই একরাশ বিরক্তি নেমে এল ওর মুখে। মিডটার্ম-এর আর মাত্র কয়েকমাস বাকি কিন্তু হাতে সময় খুব কম সামনেই পূজো আর আগে আবার ওদের নবীন বরণ উৎসব রয়েছে, ইউনিয়ন এর রীতমদা বলেছে না গেলে খুব খারাপ হবে, তাই নিরীহ আবেশের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। এদিকে উচ্চমাধ্যমিকে ৮০ নম্বর করার পর যখন ও অঙ্কে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলো CUতে ওর বাবা ওকে বলেই দিয়েছিল, দেখো আমি তোমাকে না করব না কিন্তু হ্যাঁ! সম্পূর্ণটা নিজের দায়িত্বে, কারণ দেখতেই তো পাচ্ছো রেজাল্টের হাল। আসলে ছোটবেলা থেকেই আবেশ পড়াশোনায় খুব বেশি মনযোগী তা শুধু পড়ার বই নয় বরঞ্চ বিভিন্ন রকমের অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্যের বই ওর খুব প্রিয় ছিল। এই আবেশই এককালে স্কুল স্ট্যান্ড করতো এমনকি মাধ্যমিকেও এই ছেলে ৯০ পেয়ে সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হলো, জয়েন্ট দিয়ে ডক্টর হওয়ার আশায়, কিন্তু কিছু আশা স্বপ্নই থেকে যায় বাস্তব হয় না। এইসব ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধপাস করে খাটে বসে পড়ল আবেশ। কখন জানি ঘড়িতে ১০.৩০ বেজে গেছে ও টেরই পায়নি, নাহ আজ দেরি করলে চলবে না ওই বোরখা পরা মেয়েটার নাম জানতেই হবে আজ ওকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কপালের জোরে একটা বাস পেয়ে কুড়ি মিনিটে কলেজ পৌঁছে গেল আবেশ। আবেশ মনে মনে বেশ খুশি হলো কারণ অন্যান্য দিন এই রাস্তাই পেরোতে ওর ৩৫ মিনিট সময় লেগে যায়, আজ রাস্তায় কোনো যানজট না থাকায় এত তাড়াতাড়ি। আনমনা আবেশ কলেজের গেট পেরোতেই হঠাৎ একটা চেনা গলা শুনে থমকে গেলো, পিছন ঘুরে দেখল আরে এই তো সেই বোরখা পরা রমণী, কিন্তু এভাবে ওকে কেন ডাকলো ও কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

— রমণী — এই ছেলে শুনছো...

আবেশ — আজ্ঞে আমাকে ডাকছ...

রমণী — হ্যাঁ তা নয়ত কি তোমার ভূত কে?

আবেশ আবারও বেশ থতমত খেয়ে গেল আর একইসাথে অবাক ও হলো, কথা নেই বার্তা নেই, এমন ভাবে কি কেউ বলে। আবেশ এবার একটু ভারী ভাবেই বলল,

— আজ্ঞে বলুন কী বলবেন ম্যাডাম।

— নাহ, মানে তেমন কিছুই, আপনার রুমালটি হাত থেকে পড়িয়া গিয়েছিল আর একটু হইলে তাহার উপর আমার চটির দাগ পড়িয়া যাইত, তাই আপনাকে বিরক্তি করিলাম, এই নিন ধরুন, আমার লেট হচ্ছে, চলি।

এইভাবে কথাগুলো বলে ঝড়ের গতিতে চলে গেলো মেয়েটা। আবেশ এবার ও তার নামটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলো, শুধু নিজের মনে বলে উঠলো, আচ্ছা, মেয়েটা আগের দিন কি বললো যেন, হ্যাঁ ফিলোসফি অনার্স আর এখন তো মনে হচ্ছে ও ওর এই অনার্সটাও চেঞ্জ করে বাংলা করে নিয়েছে, বাপরে কি ঝাঁঝ। পুরো ধানি লঙ্কা হুঃ নাহ নামটা তো এবার জানতেই হচ্ছে।

''আজ কলেজ না আসলেই হতো ধুর কিছুই ভালো হচ্ছে না সকাল থেকে, যে প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসটা করার জন্য আসা সেটাই তো হবে না।'' একটু আগে নীলা জানিয়ে গেল আবেশ আরও বললো সে নাকি ওকেই প্রথম এটা জানালো, বাকিরা তখনও জানে না, তাতে আর কি, মোটকথা আবেশের দিনটা মাটি হল ওদিকে অনার্স এর মিলন স্যারের কার কি যেন হচ্ছে তাই গ্রাম এ গেছে। নীলা ওকে বলেই দৌড়ে পালালো বাকিদের খবরটা দেওয়ার জন্য। একা একা ব্যালকানির বেঞ্চে বসে ইয়ারফোন কানে গুঁজে গান শুনতে শুনতে ওর খুব একঘেয়ে লাগছিল, ওদের ডিপার্টমেন্ট-এর বাকি ছেলেমেয়েগুলো মাঠে গোল পাকাচ্ছে, আবেশের এই বেকার আড্ডা মারাটা একদম বাজে লাগে তবে ও যে বক বক করতে পছন্দ করে না তা নয়, কিন্তু ঘটল জমানোটা একবারেই ওর অপছন্দ। এবার ওর মাথায়

একটা বুদ্ধি এলো আচ্ছা এই সময় ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টটা ঘুরে এলে হয় না। আবেশ আনন্দে একটা লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালো, আর হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় ছুটে গেলো ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট এর খোঁজে। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে পেলো, একটা ঘরের দরজার উপর টিনের প্লেট লেখা ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেই না ঢুকতে যাবে অমনি কি জোর ধাক্কা,

— দেখে চলতে পার না!!

আরে এই তো সে

— না মানে আমি আসলে তোমাকেই খুঁজছিলাম,

— আমাকে!! হঠাৎ কেন বলুনতো?

— আরে তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন?

মেয়েটা ইতঃস্তত করে বলল,

— আচ্ছা কি বলতে এসেছেন বলে ফেলুন তাড়াতাড়ি আমার ক্লাস আছে।

— না মানে, তোমার নাম কি?

— তা জেনে আপনার কি?!!

— আসলে বার বার তোমরা সাথে দেখা হচ্ছে তাই ভাবলাম তোমার নামটা যদি জানতে পেতাম তাহলে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে...

— আচ্ছা তা সেটা সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেই হতো, এতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কি আছে মশাই।।... আমি মুমতাজ, মুমতাজ খাতুন।

— ওহ বাহ দারুন নাম তো আপনার, আমি আবেশ রায়, সেদিন তোমাকে...

আবেশের কথা শেষ হতে না দিয়ে মুমতাজ বলে উঠল,

— হয়েছে, এবার আমি যাই, বাকি কথা পরে শুনবো...

বলেই মুমতাজ হন হন করে হেঁটে গেল, আর ওর পারিফিউম এর সুগন্ধ আবেশের মনকে এবারও যেন একবার নাচিয়ে দিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবেশের ফোন এ টুং করে একটা নোটিফিকেশন ঢুকলো। ও ফোন আনলক করতেই দেখে মুখো পুস্তিকা তে একজন রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, ''মুমতাজ খাতুন''!!

আবেশ বেঞ্চে বসে এক দৃষ্টিতে ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে রয়েছে তা যে কতক্ষণ ওর নিজেরই খেয়াল নেই, খালি দাঁতে নখ খাচ্ছে আর ভাবছে কি করবে অ্যাকসেপ্ট নাকি ডিলিট, মন তো করছে অ্যাকসেপ্ট করতে কিন্তু যদি মেয়েটা জেরা করতে থাকে আবার, কেন ওর নাম জিজ্ঞাসা করল ইত্যাদি ইত্যাদি। ''ধুর আর নেওয়া যাচ্ছে না'' বলে করেই ফেলল অ্যাকসেপ্ট।

আর একি সে তো অনলাইন হয়ে বসে, এবার ভয় পেলো একটু, কি জানি কি বলবে। এই ভাবতে ভাবতেই কলেজ থেকে বেরিয়ে এলো আবেশ, আজ ওকে একাই বাস এ যেতে হবে, কারণ ওর দুই বন্ধু আজ আর ওর জন্য অপেক্ষা করেনি গেটের বাইরে, বা হয়তো অপেক্ষা করতে করতে, হাঁপিয়ে গিয়ে চলে গেছে অথবা হয়তো সে খুঁজতে এসে পায়নি ওকে তাই চলে গেছে। আবেশ ফোনটা বার বার দেখলো পর পর পাঁচখানা মিসডকল, ''এই সেরেছে এতো তিনটে নীলা দুটো সুবীরের!!''

বিকেলে বাড়ি ফিরতেই আবার টুং করে fbতে মেসেজ ঢুকলো, 'যাক তিনি তাহলে অবশেষে পিং করলেন!!''

— hi

— hlw

— amk chinte parcho to???

— hmm apank ki vola jay!!

— ssry, tmr sathe khubkharap bebohar korar jnno, asole se din office room er bairejokhn amra kotha blchilam Fotema dekhefele, ar tumi chole jabar por o amak sashie jay j fer jodi

amk tomar sathe kotha bolte dekhe to soja amar abbu r kache janabe...

— oh ei bpr ta or emn korar karon??#

— asole amar abbu cheeder sathe mela mesha pochondo korena tao abar hindu hole to kothai nei...jante parle amk kete felbe...

— kete felbe ekdmm!!!! Etoragi tmr abbu???

— ha amar abbu khub ragi ... kintu khub vloo...

— ta bole ketefelbe!!!

fb তে এই অবধি কখনো কখনো এরপর আবেশ আর মুমতাজ কে পিং করেনা বহুদিন হলো কলেজে মুখোমুখি দেখা হলেও এড়িয়ে চলে, মুমতাজ বুঝে পায় না যে, যেই আবেশ যেচে যেচে কথা বলতে আসতো হঠাৎ এমন আচরণ...

— এই যে শুনছো...

নীলা আর সুবীরের সাথে আবেশ কলেজের গেটের বাইরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, মমতাজ এর গলা শুনে আবেশ ভালোই বুঝলো ওকেই ডাকছে সে। তাই ওদের থেকে কিছুটা সরে এসে বলল

— হুম বলো কি বলবে

— বলছে আজকাল আমাকে avoid করছো কেন??

মনটা কি সামনাসামনি দেখা হলে এড়িয়ে চলছ, fbতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনলাইন তাও পিং করে না, আগে তো বেশ যেচে যেচে কথা বলতে আসতে এখন কি হলো, হয়ে গেলো বন্ধুত্ব।

বচসা দেখে নীলা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—

— আবেশ, তুই কি যাবি আমাদের সাথে??

— না তোরা যা আমি আসছি, মহিলাটির misunderstandingটা দূর করতে হবে

নীলা মুখ বেঁকিয়ে বললো — যা, যা ইচ্ছা কর।

আবেশ দূর থেকে সুবীরকে হাত নাড়লো।

— হ্যাঁ বলো কি বলছিলে, আমি তোমাকে avoid করছি তাইতো, শোনো এইটুকু বুদ্ধি তোমার থাকা উচিৎ, সেদিন নিজেই বললে আমার সাথে তুমি যদি ফের কলেজে এ কথা বলো আর সেটা যদি তোমার সেই বান্ধবী দেখে ফেলে then বিপদ হবে...

— ওহ আচ্ছা হুম তা তো বলেছিলাম কিন্তু...

— কি কিন্তু এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও, আমি সারা দিন অনলাইন কিভাবে বুঝলে?? এর মানে তুমিও...

— না মোটেও তা নয় আমিতো

— আরে দাঁড়াও আমার কথাটা আগে শেষ করতে দাও, এই যে এত অনলাইন থাকো তে তখন তোমার আব্বু কিছু বলেন না??।। নাকি সেটা মাফ?।।

— আরে নানা, এতো রেগে যাচ্ছ কেন, বাড়িতে কেউ জানে না আমি fb করি, জানলে হয়তো ফোনটাই ভেঙে দিত।

দু'জনের কথা কাটাকাটির মাঝে হঠাৎ কি দারুণ ঝড় উঠল তার পরই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। দুজনে ঝগড়া ভুলে গেলো, আর আবেশ মুমতাজের হাতটা ধরে দৌড়ে শেডের তলায় দাঁড়ালো। এরই মধ্যে কখন যে মুমতাজের মাথায় জড়ানো বোরখার কাপড়টা সরে গেছে তা ও নিজেও বুঝতে পারে নি। ঠিক তখনই আবেশ কি একটা বলতে দূরে দিগন্তের কালো মেঘ থেকে চোখ নামিয়ে মুমতাজ-এর হালকা ভিজে মুখের দিকে তাকালো, নাহ সত্যি চমৎকার দেখতে ওকে, চোখ দুটো টানা টানা আবার তাতে কাজল রাঙা, নাকটা টিকালো, আর ঠোঁটের দিকে তাকালে তাকিয়েই থাকতে হয়, খুব হালকা makeup, সব মিলিয়ে অপূর্ব।

আবেশ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চোখ ফিরাতে পারছে না, আচমকা মুমতাজ ধাক্কা মারায় ওর জ্ঞান ফিরল।

— কিরে কি হলো তোর, এমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছিস কেন??

— নাহ কিছু না তোর বোরখাটা সরে গেছে দেখ, ঠিক কর তাড়াতাড়ি।

— ওহ!! আমি তো খেয়ালই করিনি! যাঃ কি হবে কেউ দেখে নিলো না তো!!

— না কারুর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, একে তো ওই পেঁচার মতো মুখ তাও লোকে এই বৃষ্টিতে দেখতে আসবে। মুমতাজ তাড়াতাড়ি কোনরকমে মুখে কালো কাপড়টা জড়িয়ে আবেশকে বিদায় জানিয়ে ওই মুষলধারা বৃষ্টিতেই ছুটে পালালো, আবেশ নিজের মনেই হেসে উঠলো 'পাগলী একটা'।

সেদিন মুমতাজ ট্রেনে জানলার ধারে বসে কত কি ভেবেছিল, কতগুলো অজানা অচেনা অনুভূতি ওর মধ্যে কাজ করছিল, শুধু বার বার মনে কতগুলো প্রশ্ন জমা হচ্ছিলো, যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্চে তো? যদি ওদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক হয়। সমাজ মেনে নেবে তো??। এরা কি পারবে এই সমাজের দীর্ঘ দিনের জং ধরা ধর্মের বেড়াজালকে ভেঙে ফেলতে! পারবে সবকিছুর বাইরে গিয়ে সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখতে! সাগরের ঢেউয়ের মতস ওর মন উথাল পাতাল হচ্ছিলো এইসব ভাবতে ভাবতে। এতদিন ভাবেনি কারণ ও বোঝেনি কিন্তু আজ বুঝে গেছে, আবেশের চোখের চাহনি অনেক না কথা বলে দিয়েছে, যাহয়তো পরে কখনো ও বলবে বা হয়ত এই জীবন এ আর বলে উঠতে পারবে না, ওই সমাজের ভয়ে। আবেশও সেই প্রথম কাউন্সেলিং থেকেই চেনে, ছেলেটাকে একটু অদ্ভুত লেগেছিল, সেদিনই, একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল, ওর। লম্বা, ফর্সা, চোখে চশমা সব মিলিয়ে একটা মেধাবী ছাত্রর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন আবেশ নিজে থেকে ওর কাছে ছুটে এসে অফিস ঘরের সামনে ঘোরার কারণ জিজ্ঞাসা করে, মুমতাজ সত্যি খুব অবাক হয়েছিল। এই সব মুমতাজ যখনই ভাবে ওর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণই ওর ভয় হয় ''আব্বু কি মেনে নেবে? আর এই সমাজ!!"

দেখতে দেখতে ওদের প্রথমবর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠান চলে এলো, আবেশ খুব আশা করেছিল এই দিনটার জন্য। ইতিমধ্যে ওর আর মুমতাজ এর বন্ধুত্ব বেশ ভালোই হয়ে গেছে, গতদিন ওকে আবেশ শাড়ি পরে কলেজে আসতে বলেছে, কিন্তু তখনও তার পাত্তা নেই, ওদিকে নীলা-সৌমিলি-রুমি সবাই শাড়ি পরে যথাসময় কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত। আগেরদিন মুমতাজ আবেশকে পাঞ্জাবি পরে আসতে বলেছিল, ও তাই গেরুয়া রং-এর নতুন পাঞ্জাবিটা পরে এসেছে, ওদিকে সুবীর, আকাশ, সৃজন ও অবশ্য পাঞ্জাবি পরেচে। নাহ আবেশের অপেক্ষাই বৃথা হলো, এলোনা মুমতাজ, বাধ্য হয়ে তাই ফোন করে জানতে পারলো যা ভেবেছিল ঠিক তাই, ওর আব্বু ওকে আসতে দেননি।

কিছুদিন পর পুজোর ছুটি পড়বে তাই তার আগে আবেশরা ঠিক করলো পুজোর যে কোনো একটা দিন নীলার বাড়ি যাওয়া হবে পুজো দেখতে, আবেশের বন্ধু হওয়ার জন্য নীলা আর বাকি সবার সাথে মুমতাজ এর ভালোই বন্ধুত্ব হয়ে ছিল, তাই যখন আবেশ মুমতাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলায় নীলা কোনো আপত্তি করেনি, শুধু বলেছিল মা-বাবাকে একবার জানিয়ে রাখবে। সেই মতো আবেশ মুমতাজকে ওদের সাথে যাওয়ার জন্য বলে মুমতাজ দশমীর দিন যেতে চায়, মা দুর্গার বরণ দেখার জন্যে।

পুজো আর মাত্র কদিন বাকি, আবেশদের সব ঠিকঠাক ওরা মোট ছয়জন নীলার শ্যামবাজার এর বনেদী বাড়িতে যাচ্ছে। যদিও বেশি দূরের পথ নয় তবু একটা সুমো ভাড়া করা হলো, ঠিক হলো দশমীতে সকাল নটার মধ্যে কলেজের সামনে। এর মধ্যেই নীলা ওর মা-বাবা আর বাড়ির বড় সবাইকে ওর বন্ধুদের আসার খবর জানিয়ে দেয় আর এও বলে রাখে মুমতাজ বলে আবেশের একটা বন্ধুও আসবে। না নীলার বাড়ির কেউই তেমন আপত্তি করেনি। দেখতে দেখতে পুজো চলে এলো। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, সবকটা দিনই যেন খুব ধীরে ধীরে ফুরোচ্ছিল আবেশের, বাবা-মা এর সাথে দুদিন ঘুরল বাকিদিন গুলো প্যান্ডেলে বসেই কাটিয়ে দিল। নবমীর রাত যখন ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা আবেশ পুট করে মুমতাজকে একটা পিং করলো,

— kire kal jachhis to final??

— are hare edmm

— na tr to abar thik thakena, barite bole jachhis to??

— pagl tui!! Barite bile charbe amk??11

— thale ki korbi ki bole jabi?

— re blbo clger bandhobi der sathe ektu thakur dekhbo bass..r sondhar age fire asbo...odike Neela r barite kichu bibenato re???

— re na sob managed hoe gache tui sudhu taratari clg er samne chole asbi dot 9ta...kamn!

— hmm ok ok..

— achha son...

- bl

— blchilm kal amr deoa lalpere saree ta pore asis...darunn lagbe tk otay!

— achha...okk try korbo, ekhn bye gd ni8

দু'জনের কথোপকথন এখানেই শেষ হয়, হয়তো এটাই ওদের fb তে শেষ চ্যাট ছিল।

পরের দিন সময় মতো সবাই কলেজের সামনে উপস্থিত হয় শুধু মুমতাজকে দেখা যাচ্ছে না, আবেশকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে, ওর মনের মধ্যে হাজারো রকম দুশ্চিন্তা ঘুরছে, একবার মনে হচ্ছে, মেয়েটাকে নিশ্চয়ই ওর আব্বু আসতে দিচ্ছে না বা হতে পারে রাস্তায় জ্যামে আটকে গেছে, আবার এও হতে পারে শাড়ি পরতে গিয়ে ম্যাডাম এর আর ঘড়ির দিকে হুস নেই। মনের মধ্যে যখন এইসব দুশ্চিন্তারা মিছিল বের করছে, ঠিক তখনই সুবীর বলে উঠল ওই তো এসে গেছে মুমতাজ। ওকে দেখে আবেশের প্রাণে জল এলো, ''এতক্ষণ লাগে??'' বেশ একটু ধমকের সুরে বলল ও। ''না আসলে শাড়ি পরতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলো আর কি'' মমতাজ বেশ বাধ্য বিড়ালের মতো উত্তর দিল। এরপর সবাই সুমোতে করে একেবারে গিয়ে নামল ব্যানার্জি বাড়িতে, খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে পুরনো এই তিনতলা বাড়িটাকে, সামনে বড়ো উঠান সেখানেই বসে আছেন মা দুর্গা তার সন্তানদের নিয়ে একচালা ঠাকুর, বেশ একটা বনেদী গন্ধ রয়েছে এই বাড়িতে, ঢাকিরা ঢাক বাজাচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে বাড়ির বড়ো গিন্নী মানে নীলার ঠাকুরমা সাদা থান পরে দূরে দাঁড়িয়ে, কারণ কিছুক্ষণ পর দেবীর বরণ শুরু হয়ে যাবে, আর তখন ঠাকুমা দোতলার বারান্দায় চলে যাবে। নীলা ওর বন্ধুদের সাথে মা বাবাকে আলাপ করিয়ে দিল, তখনই নীলার মা মুমতাজকে দেখে বললেন, ''ভারী মিষ্টি মেয়ে, তা তুমি এত দিন এলে না কেন আজ তো ভাসান বলো, অষ্টমীতে আসতে অঞ্জলী দিয়ে যেতে পারতে, ধনুচি নাচ দেখতে পেতে...'' মুমতাজ ওনার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে বসলো ''নানা আন্টি, আমি তো মা দুর্গার বরণ দেখবে বলেই এসেছি এটা আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল''। এই শুনে নীলার মা আর বেশি কথা না বলে সবাইকে বসতে দিলেন আর চা জলখাবার এর ব্যবস্থা করলেন। দুপুর ১টা নাগাদ বাড়ির সব মেয়ে-বউরা উঠানে এসে দাঁড়াল, দেবীর বরণ এবার শুরু হবে, ঢাকিরা জোরে জোরে ঢাক বাজাতে থাকলো, আবেশ একবার মুমতাজের দিকে ঘুরে কিছু একটা বললো কি বুঝতে পারল না, তবে যা বুঝলো তা এই যে দেবীর বরণ শুরু হতে চলেছে। সবার আগে নীলার মা বরণ করলেন, বাড়ির বড়ো বউ হিসাবে, তারপর ওর সব কাকিমারা, বৌদিরা একে একে বরণ করল। ২ তলার বারান্দার নীলার ঠাকুমা ওকে ডেকে পাঠাল। আবেশ আর ওর বন্ধুগুলো সব পাঞ্জাবিতে সং সেজে দাঁড়িয়ে আর ওই দিকে মেয়েগুলো সব সিন্দুঁর খেলায় মেতেছে। মুমতাজ সবকিছু দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারছে না বলে একটু খারাপ লাগছে ওর। একটু পরেই কাউকে আর চেনার উপায় নেই সব লালে লাল, ওদিকে ঢাকের বাদ্যটাও যেন একটু বেড়ে গেল। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে পিছন থেকে হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে আবেশ মুমতাজের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিল। আচমকা এই ঘটনাটা কেউ খেয়ালই করতো না যদি নীলার চোখে পড়ত।

— কি করলি এটা তুই, আবেশ।... নীলার হঠাৎ এমন চিৎকার এক মুহূর্তের জন্যে সব যেন কেমন শান্ত হয়ে গেল নীলার মা হাতের বরণ ডালাটা নামিয়ে রেখে ছুটে এলেন মেয়ের কাছে, আর এসে যা দেখলেন তাতে তার চক্ষু স্থির। আবেশ মুখের কোণে একটা মিষ্টি হাসি নিয়ে একভাবে মুমতাজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন কোনো কথাই ওর কানে পৌঁছয়নি। আর মুমতাজ তো ভেবেই উঠতে পারছে না, এটা কি হয়ে গেল! ভাবছে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঝেড়ে ফেলুক সিদূরটা মাথা থেকে। ওর হাত অবশ হয়ে গেছে, পারবে না ও এই কাজ ঘটনাটা মেনে নেবে

না, ও ভালোই বুঝতে পারছে কি বড়ো সড় একটা ঝড় আসতে চলেছে ওর জীবনে। তবুও এত কিছুর পরও ওর মনে একটা অপার্থিব তৃপ্তিও অনুভব করছে।

নীলার মা এই কাণ্ড দেখে মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লেন, নীলার বাবা দীনেশ বাবু আর ওর কাকা-কাকীমারাও ইতিমধ্যে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু কারুর কিছু বলার আগেই মুমতাজ সেখান থেকে ছুটে চলে গেলো আর আবেশ সংবিত ফিরে পেল।

বারো বছর কেটে গেছে সেই ঘটনার, ব্যানার্জি বাড়ি সেই ঘটনা ভোলেনি অবশ্য, নীলা আর আবেশের সাথে সম্পর্ক রাখেনি তারপর। কলেজে তেমন ছড়ায়নি বলেই রক্ষে ছিল নাহলে আবেশের অনার্স পড়াটাই হয়তো হতো না। বারো বছর পর অনেক কিছুই বদলে গেছে, আবেশ এখন একটা ব্যাঙ্ক এর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, কিন্তু মুমতাজ, নাহ। তার কোনো খবর নেই... আজ মাসের পয়লা তারিখ, ব্যাঙ্কে সাধারণত খুব ভিড় হয় এইদিনে। আবেশের আজ খুব কাজের চাপ, একমুহূর্ত দম ফেলার সময় পায়নি সকাল থেকে, একজন স্টাফ এর সাথে কথা বলে নিজের কেবিনে লাঞ্চ করতে যাবে ঠিক এমন সময় পয়লা তারিখে টাকা তুলতে আসা লোকের ভিড়ে হঠাৎই একটা খুব চেনা মুখ ওর নজর কাড়ল। মুখটা খুবই চেনা, মহিলাটিকে কোথায় দেখেছে কিছুতেই মনে করতে পারছে না, সে বোধহয় ওকে চিনতে পেরেছে তাই নিজেকে গোপন করতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবেশ নিজের কেবিনে ঢুকে গ্লাসের পুরো জলটা শেষ করে, মাথা নিচু করে ভাবতে থাকলো কোথায় যেন দেখেছে তাকে, খুব চেনা, খুব কাছের কেউ। প্রায় কুড়ি মিনিট এইভাবে মাথায় আঘাত করতে থাকার পর ওর মনে পড়ে, ''আরে এতো মুমতাজ ছিল না!!!

আবেশ ছুটে কেবিনের বাইরে এসে সেই লাইনে হন্যে খুঁজতে থাকলো মুমতাজকে, কিন্তু হতাশ হলো নিজের কেবিনে ঢুকতে যাবে এমন সময় হঠাৎই মুমতাজ সামনে এসে দাঁড়াল ওর, ''ভাবছিলাম চলে যাই তোমাকে এড়িয়ে, কিন্তু পারলাম না, আজ যদি কথাগুলো তোমাকে না বলতে পারি তবে হয়তো আর কোনদিন এই সুযোগ আমি পাব না।''

মুমতাজের এমন হঠাৎ ওর সামনে উপস্থিত হওয়ার আবেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেল, নিজেকে সংযত করে বললো, ''আচ্ছা শুনব সব, কেবিনে এসো আমার''। কেবিনে ঢোকার পর আবেশ মুমতাজকে চা অফার করে কিন্তু সোজা না করে দেয়।

— আচ্ছা কিছুই নেবে না তাহলে??

— নাহ! আমি কিছু খেতে আসিনি।

— সেটা নয়, বেশ কেমন আছো বলে?

— ভাল।

— তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? আর তোমার বোরখা, সেটা কই? আব্বু বুঝেছেন তাহলে, তোমাকে শাড়িতেই বেশি... মুমতাজ আবেশের কথা শেষ করতে না দিয়ে বললো,

— আব্বুর সাথে আমার এখন কোনো সম্পর্ক নেই, তবে এটুকু জানি উনি খুব অসুস্থ, কিন্তু আমার ওনাকে দেখতে যাওয়ার অধিকারটুকুও নেই আর।

— মানে। কোনো? ... কি হয়েছে খুলে বলো তো।

— হুম সেটাই বলতে এসেছি, জানি অনেক পুরনো ঘটনা, তবে বিশ্বাস কর আমি তোমাকে এইসব বলে, তোমার স্বাভাবিক জীবনে কোন ঝড় আনতে চাই না, শুধু জানতে চাই যে আমি আর সেই মুমতাজ নেই আবেশ অনেক বদলে গেছি, আসলে পরিস্থিতিই আমাকে বদলে গেছি, আসলে পরিস্থিতিই আমাকে বদলে দিয়েছে। সেদিন মনে আছে তোমার, আজ থেকে বারো বছর আগে, তুমি আবেগের বসে আমার সিঁথি তে সিঁদুর পড়িয়েছিলে তার পর কি? হয়েছিলো জানো??।।

— না জানি না, তবে জানার অনেক চেষ্টা করেছিলাম মুমতাজ বিশ্বাস কর, আমি তোমার বাড়ি অনেকবার যাওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমার পাড়ায় আমাকে ঢুকতেই দেয়নি।

— তুমি কি পাগল! ওরা তোমার কিছু ক্ষতি করে দিলে কি হতো বলতো। তাছাড়া আমি তো ওখানে আর ছিলামই

না।

— ছিলে না মানে? কোথায় গেছিলে??

— যেতে হয়েছিল, কারণ আব্বু সেদিন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আমি যে তোমাদের সাথে গিয়েছিলাম নীলার বাড়িতে সেটা কী করে জানি না আব্বু জেনে যায়, আমি দরজার কড়া নাড়তেই আব্বু দরজা খুলে বেরিয়ে এসে প্রথমেই বলল, ''বেরিয়ে যা, আমাদের ঘরে তোর কোনো জায়গা নেই, আজ থেকে জানবো আমার কোনো মেয়ে নেই" আমি আব্বুর কাছে ক্ষমা চাইবো ঠিক তখনই আব্বু আমার মাথায় সিঁদুর দেখতে পায়। ব্যাস তল্লাটে দক্ষযজ্ঞ বেঁধে গেলো, ওরা অনেক চেষ্টা করেছিল জানো আমার মুখ খোলানোর, কিন্তু পারেনি। শেষে তাই আমাকেই ধর্ম থেকে, সমাজ থেকে বিচ্যুত করলো। যে আব্বু আমাকে জন্ম দিলেন, যে আম্মি আমাকে বড়ো করলেন তারাই তাদের সন্তানের মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এমন অপরাধ করেছিলাম বলতো আবেশ। কথায় বলে জানো, যখন জীবনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন একটা দরজা সবসময় খোলা থাকে, সেটা হলো ঈশ্বর এর দরজা। তিনি কখনো ফেরান না তার সন্তান কে, মা-বাবা জন্ম দিয়ে সন্তানকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা পারেন না। তাই হয়তো আজ আমি বেঁচে আছি, নইলে সেই রাতেই সমাজের কোনো মানুষরূপী কুকুরের ভোগের রসদ হয়ে যেতাম আমি।

— কি হয়েছিল তারপর, এত ঘটনা ঘটে গেল, আর আমি খবরটুকু জানতে পারলাম না।

— সেদিন অনেক রাত অবধি তল্লাটে মিটিং চলেছিল, আব্বুকে অনেক হেনস্থা করেছিল, ওই সমাজের মাথায় বসে থাকা কিছু অসুরেরা, শেষে ওই সমাজ সিদ্ধান্ত নিল যে তারা তল্লাটের আর কোনো মেয়েকে কলেজে পড়াবে না, কারণ ওরা দ্বিতীয় মুমতাজ হতে দেবে না আর কাউকে। আমার এই কথ শুনে আর ওখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে ইচ্ছা করল না, ওরা যখন বিধর্মী করেই দিয়েছে ওখানে থাকার আর কোনো মানে নেই, এরপর আরো যা যা শুনতে হচ্ছিলো তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি চলে আসি ওখানে থেকে নিজের যেটুকু ছিল সব নিয়ে, তার পর কেকের দোকানে কাজ করতে শুরু করি, মনে একটা জেদ ছিল আমি পড়া শেষ করবই আর চাকরিও করবো। এরপর টিউশন করতে থাকি আর নিজেও পড়তে থাকি। এখন ফাইনালি আমি একটা প্রাইমারি স্কুল এ শিক্ষিকা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াই। জানো ওখানেও কয়েকটা মুসলিম মেয়ে পড়ে, আমি ওদেরকে বেশি করে পড়তে বলি, বলি নিজেকে কখনো সমাজের চোখে নিচু হতে দেবে না, অনেক এগিয়ে যেতে হবে তোমাদের। —আজ তোমার এই পরিস্থিতির জন্য একমাত্র দায়ী আমি, একটু আগে তুমি ক্ষতির কথা বলেছিলে, সেই ক্ষতি আমি করেছি তোমার সুন্দর জীবনটা তছনছ করেছি আমি, এই জন্যে তুমি আমাকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না জানি, আমার একটা ভুল সবটা শেষ করে দিয়েছে তোমার।

— না আবেশ, সেদিন যদি তুমি ওই ভুলটা না করতে, আমি হয়তো কোনদিনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম না, বুঝতে পারতাম না স্ট্রাগল কি জিনিস, কুৎসিত সমাজের রূপটাও আমার সামনে আসত না, আর আমি হয়তো সেভাবেই পঙ্গু হয়ে থেকে যেতাম কোনো এক বোরখার আড়ালে।

— মুমতাজ একটা কথা বলব?

— বলো।

— আজ থেকে বারো বছর আগে যে সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল, যে কারণে সেদিন আবেগের বশে মা দুর্গার সামনে তোমার সিঁথি রাঙিয়ে ছিলাম, সেই সম্পর্কটাকে এবার স্বীকৃতি দিলে হয় না??।।

মুমতাজ এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আবেশ উঠে দাঁড়িয়ে মুমতাজের কাঁধে হাত রেখে বলল, কেঁদো না, অনেক কাঁদিয়েছি তোমায়, এবার কথা দিচ্ছি আর কাঁদতে দেব না তোমায়, শুধু বলো হবে আমার মীরা??"

Embracing her just about to ask.
Yes DUNCAN too have
pardoned, he the stronger being the
most tender in heart
—Last word of MUSE

ধরাধামে এ কী কাণ্ড!!

• • •

পিয়ালী সাহা

বিভাগ : ইংরাজি (সাম্মানিক),

ক্রমিক সংখ্যা : ১০৫

নমস্কার আমি পিয়ালী বসু। আপনারা দেখছেন, ABP নিরানন্দ, পিছিয়ে থাকে, পিছিয়ে রাখে। দেশের মধ্যে চলছে নানা অন্যায়,অবিচার, তার খবর দেবে কে? খবর দেব আমরা। তাই আজ আমি আপনাদের প্রতিনিধি হয়ে প্রশ্ন করতে চাই এমন দুজন মানুষকে, যাদের আমার নিয়ে এসেছি অনেক দূর থেকে। ভারতের খবর দিতে আপনাদের কাছে আজ উপস্থিত মহাভারতের দুই বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনার অধিকারী ব্যক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণ, যার পদবিটা উহ্য রাখা হল। কারণ সেটি এখনও জানা সম্ভব হয়নি। এবং অপরদিকে উপস্থিত একজন বিখ্যাত এবং প্রখ্যাত মিশ্র চরিত্রের মানব, আমাদের পুরমপূজনীয় মামাশ্রী শুকুনি।

শুকুনি ঃ এক সেকেন্ড আপনি আমার প্রশংসা করছেন না অপমান করছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু ঠিক করে ভেবেচিন্তে পরিষ্কার করে কথা বলুন।

রিপোর্টারঃ মাপ করবেন আসলে বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আসলে আপনার মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের প্রশংসা তো একমুখে করা যায় না তাই বহুমুখে করার চেষ্টা করছিলাম। এই আর কী... যাই হোক শুরু করছি আমাদের আজকের বিতর্ক সভা। ''যুক্তি নাতর্ক''।

রিপোর্টারঃ আমরা প্রথমেই চলে আসব আমাদের যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের কাছে। কেমন আছেন?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ এই আপনাদের কৃপায় চলে যাচ্ছে।

রিপোর্টারঃ তো বাঁশি বাজাচ্ছেন এখনো?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ বাঁশি তো আমার প্রাণ। ছোটবেলা থেকে বাঁশি নিয়েই তো বেঁচে আছি। বাঁশির জন্যই তো জীবনে কত কী পেলাম। সে বাঁশি ছাড়ি কী করে? পার্থক্য একটাই, আগে গোপিনীদের জন্য বাজাতাম আজকাল পেটের দায়ে বাজাই।

রিপোর্টারঃ তা বাঁশি বাজিয়ে আজকাল কেমন উপার্জন হচ্ছে আপনার? না মানে আজকাল তো বাঁশি বাজানোর রেওয়াজ খুব একটা নেই। তাই আর কী?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ দেখুন রেওয়াজ থাক বা না থাক। বাঁশি ইজ বাঁশি। এর কদর আজও, তাই চলে যাচ্ছে টুকটাক। তারপর রুক্মিনীও মাছে মাঝে দেবের সাথে সিনেমা করে সংসারে খরচ দেয়। তাই হেসেখেলে চলে যাচ্ছে একরকম।

রিপোর্টারঃ তা বর্তমান যুগে এই যে rap music-এর এত বাড়বাড়ন্ত। তা আপনার কি মনে হয় না যে বাঁশির প্রাধান্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ দেখুন বাঁশির প্রাধান্য চিরকালই ছিল। হ্যাঁ বলতে পারেন আজ তা আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। আমি নিজেই 'দোহার' দলটির সাথে জড়িত। সেই দলে বাঁশি বাজাই। কিন্তু দেখুন একথা আপনি মানুন বা না মানুন যতই র‍্যাপ ট্যাপ আসুক না কেন বাঁশির সুমধুর সুরের সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় দোহারের সুর এখন হারিয়ে গেছে। আমি জগৎপালক হয়েও আমার প্রাণের বন্ধু কালিকাপ্রসাদকে বাঁচাতে পারলাম না। কিন্তু তাও আমি চেষ্টা করি জীবনের সুরটাকে ধরে রাখতে। জীবন তো আর থেমে থাকে না। কী আর করা যাবে? জন্ম মৃত্যু তো কারোর হাতেই নেই।

রিপোর্টারঃ তা একদম ঠিক বলেছেন। তা আপনি কোনো band এ যোগদান করেননি কেন আজ অবধি?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ দেখুন আমি ছোটবেলা থেকেই মন থেকে বাঁশি বাজাই। বাঁশি আমার ভালোবাসার জিনিস। আজকাল বাঁশিরসুরের ও প্রকারভেদ ঘটেছে। Synthesizer জানলেই নাকি সব সুরতাতে বাজানো যায়। কিন্তু আমি এই প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী নই। যান্ত্রিকতা চলে এলে ভালোবাসাও তো যান্ত্রিক হয়ে যাবে। তা আর প্রাণের সুর থাকবে না। পাষাণ হৃদয়ের আর্তনাদ হয়ে যাবে। মাপ করবেন আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না। তাই আর কোনো যোগদান করা হয়নি। দোহারে ব্রান্ডে আমি মন খুলে বাঁশি বাজাতে পারি। তাই সেই দলে যোগ দিয়েছি।

রিপোর্টারঃ তা ভালো ভালো। তা আপনাদের বাড়িতে রাধা আসে?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ তবে খুব কম। আসলে Zee bangla-য় ওর একটা সিরিয়াল চলছে। তাই ও খুব ব্যস্ত। বেশিরভাগ কথা ওই Whatsapp এ হয়।

রিপোর্টারঃ এবার একটু আমাদের মহামান্য মামাশ্রী শকুনির কাছে আসা যাক। শকুনি মশাই আপনি আছে কেমন? সব ভালো তো?

শকুনি ঃ আরে দূর মশাই আর ভালো! কখন থেকে বসে আছি একেই তো এতো hot তার ওপর আপনাদের Studio তে একটা ভালো এসি ও নেই। পুরো শিক কাবাব হয়ে গেলাম উফ! বলুন কী তাড়াতাড়ি কী বলবেন?

রিপোর্টারঃ আহা আপনি দয়া করে রাগ করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন করে এখুনি আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শকুনি ঃ হ্যাঁ বলুন বলুন শুনি কী প্রশ্ন আপনার? তাড়াতাড়ি বলুন।

রিপোর্টারঃ তা শকুনি মশাই আপনি এখনও পাশা খেলেন?

শকুনি ঃ হ্যাঁ অবশ্যই না খেলার কী আছে?

রিপোর্টারঃ না না ঠিকই তো। কিন্তু শকুনি মশাই আজকাল যা সব mobile game গুলি এসেছে সেখানে পাশা... না মানে কতজনই বা খেলে?

শকুনি ঃ দেখুন, পাশা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আজও এর প্রচলন অনস্বীকার্য। আর রইল আপনাদের mobile game ওই কী বলে নীল তিমি না লাল তিমি—ওইসব মারাত্মক খেলার চেয়ে পাশা খেলা অনেক স্বাস্থ্যকর।

রিপোর্টারঃ তা পাশা খেলা তো একপ্রকার জুয়া খেলা। না মানে এটা আমরা জানি, এব্যাপারে আপনার কী মতামত?

শকুনি ঃ আরে বাবা আজকাল পৃথিবীতে সব মানুষই প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা বিষয় নিয়ে এমনকি মানুষের জীবন নিয়েও জুয়া খেলে চলেছে। তা এর মধ্যে পাশা খেলাটাকে মধ্যমণি করে টেনে আনার কী দরকার বলুন তো?

রিপোর্টারঃ আচ্ছা! আচ্ছা' আপনার কি মনে হয় পাশা খেলায় কোনো আধুনিকতা এসেছে?

শকুনি ঃ অবশ্যই আধুনিকতা এসেছে বই কি? দেখুন পাশা খেলার দ্বারা আমি মহাভারতে যেমন দুই পরিবারকে হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত করে পৃথক করে দিয়েছিলাম, পাণ্ডবদের নিঃস্ব করে দিয়েছিলাম। ঠিক তেমনি আজও আধুনিকতার মোড়কে পাশা খেলার প্রতিমূর্তি স্বরূপ বিভিন্ন real estate company গুলি এই যেমন সারদা নারদা জনগণকে ধংস করছে, Chit fund গুলি প্রতিদিন জনগণকে নিঃস্ব করছে। সুতরাং আধুনিকতা এসেছে ঠিকই কিন্তু মূল ধ্যানধারণা একই আছে।

রিপোর্টারঃ আচ্ছা আপনি যে বলছেন পাশা এত প্রচলিত একটা খেলা, কিন্তু তাহলে পাশা জাতীয় খেলা হলো না কেন?

শকুনি ঃ দূর মশাই আপনার যত অযৌক্তিক কথাবার্তা। আরে বাবা সকালে উঠে রোজই সবাই প্রতাঃকৃত্য করতে যায় তা একদিনে কোনো ব্যক্তি সর্বধিকবার গেলে তা গণনা করে তার গিনিশ বুকে নাম ওঠে নাকি? ঠিক তেমনি পাশা বলুন, দাবা বলুন, সব খেলার প্রধান্যই আজও অটুট, তা বলে সব খেলাকেই জাতীয় খেলা হতে হবে এমন কোনো মানে আছে নাকী, যত সব...

রিপোর্টারঃ আহা রেগে যাবেন না শকুনি মশাই। আসলে বুঝতেই তো পারছেন কর্মসূত্রে আপনাদের যখন এত কাছে

পাওয়ার সুযোগ পেয়েছি তাই একটু নানারকম প্রশ্ন করতে সাধ জাগছে মনে তাই আর কী...

শকুনি ঃ থাক, নিজের ঢাক এত না পিটিয়ে কাজের কথায় আসুন। যত বাজে কথা!!!

রিপোর্টারঃ আচ্ছা! আচ্ছা! তা আপনার ভাগ্নেদের কী খবর? তাদের তো আপনি খুবই ভালোবাসেন শুনেছি।

শকুনি ঃ হ্যাঁ, ওরা ছাড়া আমার আর কেই বা আছে। ওরাই তো আমার সব। তা দূর্যোধন ওই এখন একটা software company তে ইঞ্জিনিয়ার। আর বাকিরা সবাই higher studeis করছে। কিছু জন আবার band এ গানটান করে। আসলে ১০০ জন ভাগ্না তো আর আমারও বয়স হচ্ছে তাই অতো মনে থাকে না।

রিপোর্টারঃ এবার আমরা আবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে আসি। তা আমরা কি এবার একটু পুরোনো কথায় যেতে পারি? কী বলেন? না মানে আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আহা! আপত্তি থাকবে কেন? আপত্তি নেই কিন্তু কী দরকার বলুন তো পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে। আর মশাই past is past আবার তাকে present এ টেনে হিঁচড়ে কেন নিয়ে আসা বাবা। যাই হোক বলুন শুনি কী দাবি আপনার?

রিপোর্টারঃ তা আপনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদি পাণ্ডবদের পক্ষে থেকেই যুদ্ধ করবেন ঠিক করেছিলেন তাহলে গীতার ওই অত বড়ো ভাষণটা কেন দিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ দেখুন সবসময়ই নেতাদের প্রজাদের উদ্দেশ্যে একটু ভাষণ টাষন দিতে হয়। সেরকম আমিও দিয়েছি। Just for publicity বুঝলেন?

রিপোর্টারঃ হ্যাঁ বুঝলাম। তা গীতার প্রতিটি শ্লোকের মানে আপনি নিজে বুঝেছেন?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আরে বাবা দূর! নানা, নেতারা এই যে ভাষণ দেয় সবাই কী সব মানে বোঝে নাকি? কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে একটা ভাষণ রাখার জন্য অনেক request আসছিল, ওই public demand বুঝলেন তো তাই দিয়ে দিলাম।

রিপোর্টারঃ তা ভালো ভালো। তা আপনি এই যে সারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জুড়ে পাণ্ডবদের পাশে থাকলেন ওদের সাহায্য করলেন সেটা কেন? না মানে যুদ্ধের নেতা হিসাবে দুই দলের পাশে থাকাই তো আপনার উচিত ছিল তাই না?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ দেখুন আজকালকার দিনে দুদিকে থাকা তো সম্ভব নয়। তাই একটা পথ বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শকুনি ঃ আরে রাখুন তো মশাই। আপনি প্রথম থেকেই দু'নৌকায় পা দিয়ে চলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আরে বাবা ছোটবেলা থেকেই আমার জলে ফাঁড়া। তাই একটা নৌকাতেও চড়িনি আর তো দুই নৌকা। আর তার থেকেও বড়ো কথা পাণ্ডবরা SC আর কৌরবরা general তাই পাণ্ডবরা কৌরবদের আগে সুযোগ পাবে এইটাই তো নিয়ম।

শকুনি ঃ আরে থামুন তো মশাই! যত ধাপ্পাবাজি কথা।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আরে আজব ব্যাপার। আমি তো যোগনিদ্রায় গিয়ে ওদের মধ্যে Choice দিয়ে গিয়েছিলাম। তা আপনার ভাগ্না যদি নির্বোধের মত আমায় না বেছে একশত নারায়ণ সেন বাছে তা আমি কী করব?

শকুনি ঃ মানেটা কী? আমার ভাগ্না নির্বোধ?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ তবে নয় তো কী? আপনার ভাগ্না যদি আমগাছ না চেয়ে একটা আমের আঁটি চায় তাহলে কী আমার দোষ? আজব ব্যাপার।

শকুনি ঃ একদম বাজে কথা বলবেন না। আপনার ওই বন্ধু অর্জুন ওতো সারাজীবন মাছের চোখ খুঁজে খুঁজে আর ভীম তো খেয়ে খেয়েই কাটিয়ে দিল। আর যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবের কথা তো বাদই দিলাম। ওদের তো পাতে নেওয়ার মতই না। তারপর আবার একজন স্ত্রীকে নিয়ে পাঁচজন। ছিঃ! ছিঃ!

শ্রীকৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ তা আপনার ভাগ্নারাই বা কম কীসে? তাও তো পাণ্ডবরা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিল আর কৌরবরা তো সবসময় অন্য নারীদের নিয়েই মেতে থাকত।

শকুনি ঃ দেখুন আপনি কিন্তু এবার আপনার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আরে রাখুন তো আপনার সীমা। Zee Banglaয় ''সীমারেখা'' সিরিয়ালটার নিত্য দর্শক আপনি বুঝতেই পারছি।

শকুনি ঃ দেখুন বাজে কথা বন্ধ করুন। বলে দিচ্ছি।

রিপোর্টারঃ আহা শান্ত, শান্ত হোন আপনারা। আচ্ছা এই কথাটা নিয়ে আলোচনা আপাতত বন্ধ থাকুক। আমরা অন্য কথায় আসি। কৃষ্ণদার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। বর্তমান সমাজ নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কী মতামত?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ দেখুন বর্তমান সমাজে নারীদের ওপর নানান রকমভাবে নির্যাতন চলছে। তবে প্রাচীনকালে ও এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমার বন্ধু দ্রৌপদীর সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ও আমার বন্ধু তাই ওঁর কাছে আমার mobile noটা ছিল তাই missed call দিয়ে দিয়েছিল তাই সঠিক সময়ে আমি ওঁর কাছে পৌঁছে ওঁর সম্মান রক্ষা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আমি নানান কাজে এত ব্যস্ত আর সব মেয়েদের কাছে তো আমার নম্বরও নেই। কিন্তু কিছু মেয়ে অবশ্য আমার face book friend, ওরা মাঝে মাঝে আর্জি জানায়। কিন্তু ওই ব্যস্ততা তাই ঠিকমতো এর প্রতিকার করতে পারছি না। কিন্তু আমি আশা করি নানান যুগে যেমন আমার অবতার ঘটেছে তেমনি এযুগেও আমার পরিপূরক হয়ে নিশ্চয়ই কেউ এর প্রতিকার করবে। প্রাচীনকালে মহাভারতে যে ঘটনা ঘটেছিল তাতে বর্তমান সমাজের ন্যায় বিকৃতমনা মানুষের কিছু অভাব ছিল না। যারা সরাসরি সেই ঘটনায় অংশগ্রহণ না করলেও দৃশ্যসুখের তৃপ্তি ভোগ করেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র মানসিক দিক থেকে বিকৃতমনা বা পঙ্গু তা নয়। শারীরিক দিক থেকেও পঙ্গু।

শকুনি ঃ এক মিনিট! আমিই তো খোঁড়া, আপনি কী কোনোভাবে আমাকে ইঙ্গিত করছেন?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আপনি বুঝে নিন। তা আপনি আপনার বিকলাঙ্গ ভাতাটা ঠিক সময়মতো পাচ্ছেন তো?

শকুনি ঃ দেখুন আপনি সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। আমি যদি বিকলাঙ্গ হই তাহলে আপনি কী মশাই পোড়া কাঠকয়লা একটা। গায়ের যা বর্ণ তাতে করে রাতে আপনাকে পরিষ্কার দেখা যায় কিনা তা নিয়ে অমার সন্দেহ আছে — আবার বড়োবড়ো কথা...

শ্রীকৃষ্ণ ঃ আপনার এতবড়ো সাহস আপনি আমায় কালো বললেন। কালো তো গাত্রবর্ণে মনের দিক থেকে আপনার মতো কালো, বিকৃতমনা তো নই। একটা গান আছে শুনেছেন আশা করি ''হাম কালো হ্যায় তো ক্যায়ে হুয়া দিলওয়ালে হ্যায়''। ষোলোশো গোপিনীর প্রাণহরা আমি কালো হলেও, আর আপনি ফরসা হয়ে কী করেছেন মশাই? আপনি পারবেন? এইসব ক্ষমতা থাকা চাই। সারাজীবন তো একটা বিয়েও কপালে জুটল না! যতসব...

শকুনি ঃ আরে মশাই থামুন! থামুন! থামুন! যে পুরুষ ষোলোশো নারীর সাথে সহবাস করে তার মুখে এতো বড়ো বড়ো কথা শোভা পায় না। পতিতা পল্লীতে এরকম কোটি কোটি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ঃ কী! এত বড়ো আস্পর্ধা! এখুনি আমি চক্র দিয়ে শিরচ্ছেদ করব আপনার!

রিপোর্টারঃ অত্যন্ত চরম এক মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। মারদাঙ্গা শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু এ কী? শ্রীকৃষ্ণের চক্রে মরচে!!!

শকুনি ঃ হাঁ হাঁ হাঁ, কী অপূর্ব মনোরম দৃশ্য! স্বনামধন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্রেও নাকি মরছে!!! হাঁ হা, ও মশাই! এ লজ্জা রাখবেন কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ ঃ কী বললেন? আজ আমার হাতেই আপনার মৃত্যু অবধারিত।

এ কি দৃষ্টান্ত! শ্রীকৃষ্ণ চেয়ার নিয়ে শকুনিকে মারতে ছুটছেন। আর শকুনিও বাঁচার জন্য প্রাণপন ছুটছেন। আজ আমাদের আলোচনা সভা এখানেই স্থগিত রাখতে হচ্ছে। আমাদের সেটের উষ্ণতার পারদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা এই আলোচনা নিয়ে আবার ফিরে আসতে চেষ্টা করব। এ কী! আমার দিকেও চেয়ার নিয়ে তেড়ে আসছে 'দাঁড়ান দাঁড়ান আমাকে মারবেন না! মারবেন না!! আপনারা দেখতে থাকুন ABP নিরানন্দ, পিছিয়ে থাকে, পিছিয়ে রাখে''।

কুৎসিত

• • •

সঞ্জীদা খান

শ্রেণি : প্রথম বর্ষ বিভাগ : বাংলা (সাম্মানিক)

ক্রমিক সংখ্যা : ০৭

সুদর্শনা? তুমি দেখতে কি সুন্দর গো—
কী অপূর্ব তোমার চোখ, কী সুন্দর
তোমার হাসি, কি স্পর্শকাতর তোমার
তাকানো...
কী সুন্দর তোমার গায়ের রং একেবারে
গোধূলী লগ্নজিতার মত...
নীল চোখ, দেখলেই প্রেমে পড়ে
যাওয়ার মতো...
লজ্জা পাচ্ছো শুনে? পাওয়ারই কথা
তুমি তাকালে তো আমারই লজ্জা করে...
কিন্তু ওটা কি গো? ওই যে কালো কালো
ওটা কেন তোমার শরীরে?
এ...বা...ওটা তো একেবারে বেমানান
লাগছে তোমাকে
কী কালো কুচকুচে...দয়া করে সরিয়ে দাও ওটা...
ওই দেখ, ওখানে হিংসা, দ্বেষ,
কি অসম্ভব ভাবে গুঁতোগুঁতি করছে
ও বুঝেছি এবার
সুদর্শনা ওটাতো তোমার মন...

তুমি এত সুন্দর আর তোমার মন এত কুৎসিত?
বাঃ আমার তোমার প্রতি ভালোলাগাটা
এক মুহূর্তে যেন ফিকে হয়ে গেল।
তুমিতো সুন্দর নও গো
বুঝেছি আমার সুচরিতাই প্রকৃত সুন্দর ছিল
দেখতে কুৎসিত ছিল তবে
স্নিগ্ধ মনের কিরণের আলোটা ওই জ্বেলেছিল।
কেন হারিয়ে ফেললাম তাকে?
কেন আগে বুঝিনি?
সুদর্শনা? তুমি আজ মৃত আমার মনে
আমি আপেক্ষায় সুচরিতা...
ফিরিয়ে দাও তোমার হাত
ফিরিয়ে দাও তোমার আলো
আমি আজ থেকে গায়ের রং কালো ভালোবাসি
মনের নয়...

Sargam Saha Second Semester

এপার v/s ওপারের বসন্ত

• • •

পূজা মণ্ডল

শ্রেণি : তৃতীয় বর্ষ বিভাগ : ইংরাজি (সাম্মানিক) ক্রমিক সংখ্যা : ৫১৮১ (AH)

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
কুপারের কালো যন্ত্রটায় হাত বুলিয়ে মাকে ডাকলাম
সপাটে প্রশ্ন নিক্ষেপ—মা—বসন্ত এসে গেছে?
জানলা দিয়ে উঁকি দেওয়া মুকুলেরা নতুনের গন্ধে একবারে আত্মবিভোর
পাশের পলাশগুলো মুচকি হেসে খানিক ব্যঙ্গ করলে আমায়
কোকিলটা বেশ গলা সাধছিল—হঠাৎ থেমে অবাক হল বোধহয়!
উত্তর এল—তোরা আজকালকার ছেলেপেলেরা—সামনেই দোল তো
জিভ কেটে বদগ্রস্বরে উত্তর দিলাম—
কলেজে দু'দিন হোলির ছুটি তাই তো!—
বসন্ত!—জানলার ওপারেই বসন্ত
বিদায় শীতের আঁচলে রুষ্ঠ প্রেমিকের আলতো ছোঁয়া—
প্রকৃতি কাঁপানো সুদর্শন—সুবৃহৎ—সুপুরুষ সূর্যের আনুষ্ঠানিক প্রবেশ
ব্যাকগ্রাউন্ডে ফাগুন হাওয়ার অকৃত্রিম গান।
ভরদুপুরে চোখলাগা ক্ষণিক ভাত-ঘুমের প্রেক্ষাপটেই রচিত হল
দুই বসন্তের দ্বন্দ্ব—ঠাণ্ডা লড়াই—
প্রথম বক্তা ঃ আমি চিরনবীন—
পাথরের আড়ষ্ঠতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
স্বমহিমায় বিলীন
আমি চিরনবীন—
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আমি চঞ্চল—উন্মত্ত—ছুটে বেড়াই সর্বত্র—
মানি না কারণ শুনিনা কারণ—চুরি করি সব চিত্ত—
আমি উন্মত্ত—
প্রথম বক্তা ঃ আমি আপনমনেতে গান বাঁধি, রং তুলিতে আঁকি ছবি
পাঁজরের পিঞ্জরে আবদ্ধ তবু মুক্ত—হয়েও আমি রুদ্ধ—
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আমি কোকিল কণ্ঠে গান রচি
পলাশ হয়ে খোঁপায় সাজি—
আনন্দেতে বিষাদ ত্যাজি
মহুয়ার নেশায় মজি—
প্রথম বক্তা ঃ রঙহীন রঙিন আমি—আমাতেস বিরাজ তুমি
আমি ছাড়া সব নিরাকার—
তোমারও অস্তিত্বে হাহাকার।

দ্বিতীয় বক্তা ঃ আমি তোমার অলংকার—এককথায় অহংকার
আমার জন্যই সুরঝংকার—
আমার জন্যই তুমি আপন সবার।
প্রথম বক্তা ঃ আমি বসন্ত মনের মাঝে
তুমি বসন্ত জানলার ও-পাশে
দু'জনাতে বেজায় মিল
রূপবদলেই যত গড়মিল
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আজ আমি খুব আহত—আমার যে বসত ব্যাহত
আমায় আঘাত করে অবিরত—রক্তব্যথায় আমি জর্জরিত—
প্রথম বক্তা ঃ আমিও যে আজ অনধিকারে—প্রকাশেরে অগোচরে
আমার দাম শুধুই নামে—ঠিকানাহীন! নাম না জানা — কোনো খামে!
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আগে আড়ম্বরে হত প্রকাশ
এখন ঠাঁই আমার শুধু অবকাশ
জানলা খুলে যদি কারও—প্রকৃতিতে চোখ পড়ল
তবে আমার হদিস পেল।
প্রথম বক্তা ঃ ঠিক বলেছ। জানো!
কখনও আমি আকাশ হয়ে মনে পড়তাম
বাতাস হয়ে গান শোনাতাম
মনে পড়ে না এমন দিন—
যবে র‍্যাশনালিটির ভারী মেজাজে কোণঠাসা হয়ে দম্ ফেলতাম।
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আজও আমার রঙ আছে—
তবে সময় নেই কারও কাছে—
কোকিলের কুহু তান—আধুনিকতার অপমান
কানে গোঁজা তারের কাছে ওসব যে আজ বেমানান।
প্রথম বক্তা ঃ আজ আমার ভালোবাসাকে দখল করেছে ভ্যালেন্টাইন
আবেগ আর নাইবা থাকুক—উদযাপন তো একরাশ
বসন্তের এই ভালোবাসার রেঁস্তোরা-কলেজে হয় চাষ—
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আমার তো সবই আজ নিলামে নাম লিখিয়েছে
আনন্দ হউক কষ্ট কিংবা, ফেসবুক পেজ কিনে নিয়েছে
তাইতো 'নিজস্বতা' পিছু হটে 'নিজস্বী'-কে এগিয়ে দিয়েছে—
প্রথম বক্তা ঃ আমার দাড়ি হোলির দিনে
আবির কিংবা রঙ কিনে
যদি কাউকে জিজ্ঞেস কর জানে না তারা দোলের মানে
যদিও সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে—
বাসন্তী শাড়ির রঙে—
দ্বিতীয় বক্তা ঃ আমারও আর ইচ্ছে করে না ওদের পাঁজরে একবার নক করি—
মানুষ তোরা! চিমটি কেটে ওদের একটু মক্ করি—
প্রথম বক্তা ঃ এ-পার ও-পার সবই যে আজ বাস্তবেতে তলিয়ে গেছে
মন হউক বসন্ত বা সবই যে আজ হারিয়ে গেছে
ঘরবন্দি আমি কিনা তাই তুমিও শুধু ক্যামেরাবন্দি
সর্বহারা বেনামীরা তাই-নই গো আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী

मेरा बचपन

• • •

जुली कुमारी साव

छिन के मेरा बचपन,
रिश्तों की जंजीरो में बांध गये...
कुचल के मेरे हर एक अरमान,
अभिशाप की मेहंदी लगा गये,
आखि उठ पड़ी ये,
डोली, बचपन का जनाजे को कधे लिए...
घुटने लगी मेरे हर एक सासं, घुंघट रूपी फंदे लिए
मलिन हो पड़ी हैं,
ये पीली हथेली, रसोई की कली राख में
उठ रहे हैं कुछ अनकहे खाब खाहिशों से भरति आशये।।

'सबके हिस्से में नहीं आता'

• • •

ये जमी, ये आसमान
ये खुशी, ये मुस्कान
रोटी, कपड़ा और मकान
सबके हिस्से में नहीं आता।
ये ऐतबार, ये प्यार
ये आंसु, ये इंतजार
सुकून भरा एक इतवार
सबके हिस्से में नहीं आता।

ये मंजिल ये रास्ता, ये सफर
ये रात, ये शाम, ये सहर
हाथ पकड़ के चले, वो हमसफर
सबके हिस्से में नहीं आता।

बेशक ये किसी कहानी
किसी किस्से में नहीं आता,
के जिंदगी मिलती है, मगर जीना
सबके हिस्से में नहीं आता।

मेरी कोशिश

• • •

कोशिश ऐसी कर
कि हर मुसीबतों का भी हल निकलेगा,
कोशिश ऐसी कर
कि हर काली रात के बाद सूरज निकलेगा,
तू अर्जुन के तीर सा सध
मरुस्थल से भी जल निकलेगा,
कोशिश ऐसी कर
कुछ कर गुजरने का, जो आज कुछ थम सा गया हैं,
कल फिर वह दौड़ पड़ेगा.....।।

Sargam Saha Second Semester

Sargam Saha Second Semester

An Essay on Demonetization

Aparupa Chowdhury
1st Year, Political Science (Hons.)
Roll No. - AH 422

The discontinuity of a particular currency from circulation and a replacement of it with a new currency is called demonetization. In the present setting, it is the restricting of the 500 and 1000 section money notes as a lawful delicate. In other words, it can also be said that a demonetization an act of dripping a currency un of its status as legal tender. It occurs when a particular form of money is pulled from circulation and a new note of coin is introduced in the market as a replacement of withdrawn form of money.

Objectives of Demonetization:-

The government has different objectives behind this demonetization. The first and foremost objective is to attempt to make India a corruption free country. In his different speech on demonetization Indian Prime Minister Narendra Modi already pointed out that this hold step has been taken to get a control over corruption in the country. Secondly it is done to curb black money. Thirdly, it is also a step to control escalating price rise, fourth to stop fund flow to illegal activity. On the other hand demonetization in India is also a very well planned step of govt of India to earn proper tax from the citizen. With the help of a different article on demonetization or essay on demonetization in different media, economist and responsible citizens tried to make the common people aware of the benefit of this step taken by the government.

In a demonetization essay or article on demonetization it's also necessary to put some light in the background of this process. There is a background to current decision of demonetization of 500 and 1000 rupee notes in India. The government has declared demonetization across the country on 8th November 2016. But much before the announcement of demonetization, the government has taken few steps in the direction. As the first and foremost step government had requested the citizens to open free bank accounts under Jan Dhan Yojana. Again the government asked the people to deposit the money in Jan Dhan account and do their transactions through sparing money procedure or proper banking procedure only. Thereafter the step that the government started was an obligation declaration of the compensation and had given October 30, 2016, due date consequently. This can be considered a major step by the government in the process of demonetization (In order to write a complete demonetization essay or article undemonetization the essay would be incomplete without mentioning this major point). Through the procedure the government of administration could tidy up a gigantic measure of under cleared wage. Regardless, there were various who still aggregated the dim money, and remembering the ultimate objective to deal with them, the administration detailed the demonetization of 500 and 1000 money notes.

In an essay on demonetization or an article on demonetization if's very much necessary for us to point out the merits and demerits of demonetization. But in a single demonetization essay or article on demonetization having limited words, it is not possible to point out each and every advantage and disadvantage or merit or demerit. So we are leaving the minor points for some other day. The demonetization approach is being seen as a monetary change in the nation yet this decision is brimming with its own particular advantages and negative imprints as well.

Advantages of Demonetization:

The demonetization technique will help to twist up some corruption. These appreciating taking result will quit worsening re hearses as it will be hard for them to keep their unaccounted money. In his different openly speech on demonetization PM Modi says that it is a process to trap the black money holders to track out their money.

This move will help the governing body to track the dim or black money. After the declaration of demonetization, as per new v rule those individuals who have un accounted money are by and by required to show pay and submit PAN for any genuine budgetary transactions The governing body can get pay cost share for the wage on which force has not been paid.

The move will stop financing to the un lawful activities that are thriving a result of unaccounted pay Denying high regarded money will deal with criminal activities like dread based oppression etcetera. The prohibition on high regard money will in like manner check the threat of money laundering. By and by such development can without a doubt be taken after and compensation change division can catch such people who are in the matter of money laundering.

This move will stop the circulation of fake money. A vast portion of the fake money put in circulation is of the high regard notes and the restricting of 500 and 1000 notes will get rid of the circulation of fake money. This move has made excitement among those people who had opened Jan Dhan accounts under the PM's Jan Dhan Yojana. They can now store their moo under this arrangement and this money can be used for the developmental development of the nation.

The demonetization approach will drive people to pay compensation evaluation frames. Most by far of the overall public who have been concealing the wage is by and by constrained to way to deal with pronounce their compensation and pay force on the same.

Regardless of the way that stockpiles to Rs 2.5 lakh won't gone under income survey investigation, individual are required to submit PAN for any store of above Rs 50,000 in genuine money. This will help the compensive evaluate office of trace individuals with light demonetization money.

A conclusive objective is to make India a cashless society. All the monetary transaction must be through the dealing with a record system and individuals must be responsible for each penny they have It's a monster wander towards the dream of making an automated India. If, despite everything that these are the advantages there are terrible sings of this system too.

Negative Signs of demonetization:-

The declaration of demonetization of the money has made enormous inconvenience the all inclusive community. They are rushing to the banks to exchange store of draw back notes The sudden declaration has made the situation wind up discernibly scattered. Tempers are running

high among the masses as there is a deferral in the circulation of new money. It has significantly affected business. In view of the money crunch, the entire economy has been made to come to a stand still.

Various poor step by step wage workers are left with no occupations and their consistent pay has stopped in light of the way that organizations can pay their step by step wage. The lawmaking body is suspecting that it's hand to complete this procedure. It needs to learn the con of printing of the new money notes.

Conclusion:

Economists are possessed in rattling off various more merits and negative sign of this procedure. The assembly is expressing that there are only purposes of enthusiasm of demonetization course of action and this will be found in the long term. Past Prime Minister Manmohan Singh who is a (conspicious economist, past RBI delegate and post finance Minister of the nation, names the demanetization move as a "sorted out loot and approved plunder.' Regardless, if despite everything that sider the advantages versus terrible imprints, it will be protected to conclude that the post surpasses the last mentioned. In spite of the way that there are persevering and agony among the masses agreeable moment however the figure is that its point of interest will be found as time goes on. The administration is making all the fundamental walks and actions to deal with the money request and soon the trial and tribulations of the all inclusive community will be over with the smooth stream of the new money.

Student Picnic

ISSHH !!!

Kaushiki Mukherjee
1st Year, English (Hons.), Mass Communication and Journalism (General)
Roll No. -

Isshh!!! Is the most dominating word in a life of a girl. Do you know why? Because this single exclamatory word governs the life of woman and gives the platform of male chauvinism. Yes, it is the pillar of male dominating society it is the verity of the world. Her story begins when she breathes her first in her mother's womb. She is rewarded with female foeticide if the society does not need her, when her mother protests she is made shot with just an Isshh!!! Somewhere capital imprisonment, as when she is killed in the womb she gets a capital punishment but when she lives she gets a life imprisonment and dies everyday. Days pass and she completes her PhD in household choruses. When she makes her younger brother ready for his school, one could see a spark of education in her eyes but her all desires and aspirations are shuttered with an Isahh!!! Instead she gets here lacrels of marriage There begins a new chapter of her life. A so-called married life, where she cannot bear the massive weight for her husband's engagement ring, the tortures, the harassments and of course the grave duty of giving birth to a male child. She struggles for a beam of light but Isshh!!! Covers up all the Window. Ultimately She concludes that when she is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. A barbarous had told "The show must go on and yes it does. Even the so-called educated society have to take the bitter medicine of Isshh!!! Something wrong, do you want to protest? Before that we get a free advice of Iishh!!! You should not want to take your own decision Isshh!! You can not wear a modern western dress? Isshh!" She is a nondescript what is this Isshh!!! is it an exclamation to regularize the female society or its an exclamation of care? 21st century people are getting westernized and modernized but unfortunately only through then dresses not by mentality. We just crossed our 72nd independence day but are our girls independent? There are many laws for protection of girls but who cares? Still we have cases like Nirbhaya and Asifa. These are the ones who have been able to solve the riddle of Isshh!!! Others are still trapped in the cage Isshh!!! is over-shawdowing our lives. We need to come out of that with flying coloures in every sphere of life landing on our own dreams and having a firm footing on graund with our own identity.

Twin Sisters

Devtushi Sarkar
BA (2nd Year) English Honours
(AH-162)

We are twin sisters,
Yet we differ from each other lot.
While she is a place somewhere in the parallel universe,
And I'm dwelling in this world.
People there are happy and thus, A happy place she is.
Here death is my regular unshackle the ill-fated
That a war causes nothing but destruction
is known to her people. Whereas 1 see blood very often
And hatred is the most celebrated common place thing.
Here people gather together. To laugh and pray for love, joy and good health.
Here people join their hands together-Either to pull the trigger or to pray to be gone.
When the children giggle and run around in mirth,
She becomes happy.
Whereas I too see children run around
But only in search of food and safe shelter.
The blood-soaked lanes are NOT necessary for her development
he leads a life too pure.
While I'm used to the smell of gunpowder in my air
And the cries echo on my roads.
She values life and blood
While 1, Syria, am used to death
Perhaps that's why there
The colour of peace isn't white but red.

HE ENJOYS EARTH, though SHE the SOIL

• • •

Megha Chatterjee
BA (2nd Year) English Honours
Roll No. : 156

My senses are dragged into hight numb,
Now utterly rugged making me dumb unable to greet new moments new feelings, as they are earth presents of men's believes. HE seldom makes a little room self-sufficient orb.
I regain bitter-sweet feeling nurturing old memory globe.
An unattainable summon, life too mocking at me,
being circled with skewed ethics. I need the aid of thee. lustrous garment of light, and the sun's sleepy rays,
and the moon's tired face, she feels to keep his waves, where the wind helps him though its subtle lullaby,
but moon takes the duty though her gleams help scanty.
b's dark the quiet moon I recognise from window bars,
the au breathed gives a sensational men charms. I wonder of the diadem, made of Indian-gems bestowed upon me,
Almighty made it having worn, no mirror. I self can see. They to whom strange face the illusion of star-filled sky,
otherwise they took the crown, and still become shy,
Don't be jealous, don't think they enjoy earth more than you.
though they attend but dont have EYES and EARS like you

she asked,
not a single spot is there
she wonders
A page of her recorded writings
unveiled
putting down feelings over each of her creation,
her true fondness.
Wiping tears she looks-
"How devoted the girl is
to her husband. Neither wants to be queen,
nor to have huge estate;
All the long her man's happiness Oh! my poor child Such broad hears you do bear;

Would surely lead you conscience near How fimited your esprit is so such rude-plight
Plausible witches you never feel. They stronger only by look,
Kindest-virtues you should brook.
How hideous results you shall have Shuddering me to see you with that eternal rule stopped self;
Though you too can be forgiven, through the gift sublime hless, seeming softest shield Again tear drops, now composed of being loved-"softest the most strong Witches the
Weakest, inner the truth,
outer the fake. I-she like chanted,
Embracing her, just about to ask.
Yes DUNCAN too have pardoned, he the stronger being the most tender in heart.
Last word of MUSE

Student Picnic